CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-47 ■ 22 November, 2024 ■ আগরতলা ২২ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাজ্যে ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়নও সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এডি নগরের পঞ্চায়েতিরাজ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে আয়োজিত পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীনে 'পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন ২০২৪'এর রাজ্যস্তরের কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রতি বছরই এধরণের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এবছরও ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে এই বিশেষ ক্যাম্পেইনের সূচনা করা হয়েছিল। এটা চলবে ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা। এক্ষেত্রে জেলা সভাধিপতি থেকে শুরু করে গ্রামস্তরের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তরে কাজ জোরদার করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নো পোভারটি, জিরো হাঙ্গার, গুড হেল, জেন্ডার ইকুইলিটি, ক্লিয়ার ওয়াটার এন্ড স্যানিটাইজেশন, এফোর্ডেবল এন্ড গ্রীন এনার্জি ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের লক্ষ্যে কাজ করছে। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন ছিল গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই দিশায় কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলছেন গ্রামের উদয় হলে ভারত উদয় হবে। ভারত এখন রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই গ্রামের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলছেন প্রধানমন্ত্রী। ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যে এখন ই অফিস হয়েছে। যেখানে ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে গ্রাম স্তর পর্য্যন্ত ই অফিস হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনেও এই বিষয়টি আমি গর্বের সঙ্গে বলেছি। যেখানে সবাই হাততালি দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন। যা খুবই গর্বের বিষয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রতিনিধিদেরও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি নিয়ে বিস্তৃত ধারণা রাখার পরামর্শ দেন যাতে কাজ করার জন্য সহায়ক হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পঞ্চভূতে বিলীন বীর শহীদ শুভঙ্কর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল সীমান্তে শহীদ শুভঙ্কর ভৌমিকের। আজ পৈতৃক ভিটেতে তাঁর নিথর দেহ সমাহিত করা হয়েছে। তার প্রয়াণে গোটা অমরপুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ সকাল ১০.৩০মিনিটে মৃতদেহ এসে পৌঁছেছিল অমরপুর বীরগঞ্জ নিজ বাসভবনে। অমরপুর উদয়পুর সড়কের থাকছড়া ন্যাকা পয়েন্ট থেকে অমরপুরের হাজার হাজার মানুষ বাইক র‍্যালির মাধ্যমে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের সামনে। সেখানে শ্রদ্ধা জানান নগর চেয়ারম্যান। সেখান থেকে সোজা শুভঙ্করের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাড়িতে শহীদ জওয়ান শুভঙ্করকে ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান মাননীয় মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুরের প্রাক্তন বিধায়ক জওহর সাহা, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার এবং প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক সহ অগণিত মানুষ। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চার লক্ষ টাকার চেক পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। সবশেষে সরবং স্থিত খামার বাড়িতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শহীদ জওয়ান শুভঙ্করের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বীর সন্তান শুভঙ্কর ভৌমিক সোমবার রাতে সিয়াচেনে একটি ভয়াবহ তুষারধসের তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, ঘটনাটি রাতে ঘটেছিল। যে কারণে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার অভিযান অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরের দিন সকালে তাকে পাওয়া যায়। যদিও ততক্ষণে শহীদ হয়েছেন তিনি।

গতকাল বিকেলে শহীদ সেনা জওয়ান শুভঙ্কর ভৌমিকের তেরঙ্গায় মোড়া কফিন বন্দি নিথর দেহ বিমান যোগে এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল। আজ সকালে শহীদ শুভঙ্কর ভৌমিকের বাড়ি অমরপুর মহকুমা সদর এলাকায় পৈতৃক ভিটেতে তাঁর নিথর দেহ সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর প্রয়াণে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## প্রথমবার সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন রাজীব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর প্রথমবারের জন্য সংসদ অধিবেশনের অঙ্গ হতে চলেছেন রাজীব ভট্টাচার্য্য।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ২৫ তারিখে দিল্লিতে শুরু হতে চলেছে সংসদ অধিবেশন। আজ দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ করে রওয়ানা হন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে একের পর এক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির সহযোগিতায় উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে পাশাপাশি ত্রিপুরাকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জেপি নাড্ডার কাছে তিনি চিঠি লিখেছেন, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে এইমস বা রিমসএর মত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করার বিষয়ে আবেদন করা হয়েছে।

দিল্লিতে অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা করা হবে বলে আশা করছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

## ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য ঃ রাজ্যপাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা সমৃদ্ধ রাজ্য। এই রাজ্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। আজ জোলাইবাড়িতে পিলাক প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র পরিদর্শন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু সংবাদমাধ্যমকে একথা জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ত্রিপুরা দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে উন্নয়নের নিরিখে প্রতিযোগিতায় রয়েছে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ পিলাক প্রত্নতাত্ত্বিক ও পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রদীপ কে, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক মনোজ কুমার সাহা এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু মহিলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ নভেম্বর।।** আবারো রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক অজ্ঞাত মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর খিলপাড়া নানুয়া দিঘির পাড় এলাকায়।

ঘটনার বিবরণের জানা যায়, প্রতিদিনের মতো আজ সকালে সাব্রুম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা শিয়ালদাগামী এক্সপ্রেস শিয়ালদার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসেন উদয়পুর রেল দপ্তরের পুলিশ আধিকারিক পরবর্তীতে তারা সম্পূর্ণ ঘটনা তদন্ত করে খবর দেয় রাধা কিশোরপুর থানায় এবং রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সম্পূর্ণ ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## প্রাচীন বট বৃক্ষ কেটে ফেলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা পাইতুর বাজারে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** পাইতোর বাজারে প্রাচীন একটি বট বৃক্ষকে কেটে ফেলাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। বেশ কিছু দিন যাবতই এই বটবৃক্ষটিকে কেটে ফেলার জন্য চেষ্টা চলছিল। ঘটনার জানা গিয়েছে, পাইতুরবাজার থেকে সোনামারা মনু নদীর পাড় পর্য্যন্ত রাস্তার নির্মান কাজ চলছে। শাসকদলীয় এক ঠিকাদার এই নির্মান কাজের দায়িত্ব রয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় কয়েক দিন যাবত বট বৃক্ষটি কেটে ফেলার জন্য ঠিকাদারের শ্রমিকরা গাছের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। তখন এলাকার সর্বস্তরের মানুষ নিয়ে এলাকায় বাসিন্দা পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে বাধা দেন। গাছটির নীচে ৩০/৪০বছর ধরে বেশ কয়েক জন্য দোকানী ব্যাবসা বানিজ্য করে আসছে। অস্থায়ী ঘর করে। তাতে গাছের কোন ক্ষক্ষতি তারা করে নি।

পাইতুরবাজার এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাস্তার তৈরীতে এলাকাবাসীর কোন আপত্তি নেই। তবে গাছ কেটে নয়।গাছ রেখেই রাস্তা তৈরী করতে হবে। এদিকে কৈলাশহরের এস ডি এম প্রদীপ সরকার এক লিখিত নির্দেশ জারী করে বলেছেন রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য গাছ কেটে ফেলতে। তিনি গত মাসেই এই নির্দেশ জারি করেন। যদিও নীতিশ দে এই আদেশ মানতে রাজি নয়। তিনি বলেন, গাছের মালিক বন বিভাগ। তাতে বন বিভাগের সম্মতি নেই বাআদেশ নেই। রাস্তা সম্প্রসারণ করতে শতাব্দী প্রাচীন একটি বট বৃক্ষ কেটে ফেলা এলাকায় মানুষ কোন দোষ ভাবেই মানতে রাজি নয়। এই গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে মহকুমা প্রশাসন ও পাইতুরবাজারের মানুষ সম্মুখ সমরে।যে কোন সময় পরিস্থিতির অন্য মোড় নিতে পারে। লাগতে পারে রাজনৈতিক রং। এপ্রসঙ্গে মনে এসে যায় বামফ্রন্টের সময়ে বহুমুখী কাস্টম অফিস নির্মান করতে শহরের কাকচান দীঘি সংলগ্ন এলাকায় প্রশাসন যখন উদ্যোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ঢুকে আধিকারিককে আক্রমণ, গ্রেপ্তার ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** মহকুমা শাসকের অফিসে ঢুকে লংতরাইভ্যালী মহকুমার ফুড কন্টোলার বৃন্দাবন ত্রিপুরাকে রক্তাক্ত করলো এক ব্যক্তি। ঘটনায় আটক করা হয়েছে লোকমোহন ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তিকে।

মহকুমা শাসক অফিসে ঢুকে খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিক এর উপর আক্রমণ চালায় এক যুবক। ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুরে লংতরাইভ্যালি মহকুমার ছৈলেংটা মহকুমা শাসক অফিসে। জানা গেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ছৈলেংটা এসডিএম অফিসে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দাবন ত্রিপুরার কাছে লোকমোহন ত্রিপুরা নামে এক যুবক পারিবারিক রেশন কার্ডের সমস্যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগুনে পুড়ে ছাঁই টিআরপিসির স্মোক হাউজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সরকারী রাবার প্রসেসিং সেন্টার তথা টিআরপিসির স্মোক হাউজ। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার দুপুরে অম্পিনগর পশ্চিম পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকাবাসীর মতে, নাশকতার আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে স্মোক হাউস। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দমকলকর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নদীর জলে নবজাতকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ নভেম্বর।।** নবজাতকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। নবজাতক শিশুর দেহটি উদ্ধার হয় তেলিয়ামুড়া থানাধীন দশমিঘাট বাইশঘরিয়া ব্রীজ সংলগ্ন খোয়াই নদীর জলে বৃহস্পতিবার। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।

খবরে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার সকালে ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় খোয়াই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে স্থানীয় এক জেলের চোখে ধরা পড়ে নবজাতক এই শিশুর দেহ। পরবর্তীতে ওই ব্যাক্তির চিৎকার-চেঁচামেচিতে এলাকাবাসীরা ছুটে এসে দেখতে পায় একটি নবজাতকের পাঁচা-গলা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পরবর্তীতে ঘটনার খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া থানা ও তেলিয়ামুড়া দমকল দপ্তরে। পুলিশ ও দমকল দপ্তরের কর্মীরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আবারও চার নেশাকারবারি আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** শহরের প্রাণকেন্দ্রে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে নেশার সাম্রাজ্য। ফের চারজন নেশাকারবারীকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব থানার পুলিশ।

এদিনের এই অভিযান সম্পর্কে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই রাজধানীর লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড সংলগ্ন এলাকায় নেশার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল বেশ কয়েকজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের উদ্যোগে শ্রম দপ্তরে গণ ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** শহরে মিছিল সংঘটিত করে শ্রম দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নিকট গণডেপুটেশন প্রদান করল অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার এই রেলিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শ্রম দপ্তরে গিয়ে ডেপুটেশনে মিলিত হয়।

এদিনের এই গণডেপুটেশন সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দ্বিতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা পুলিশকর্মীর স্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** জিবি হাসপাতালে দ্বিতল ভবন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক পুলিশ কর্মীর স্ত্রী। ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জিবি হাসপাতালে দোতালায় মেডিসিন বিভাগে ভর্তি ছিলেন ওই মহিলা। ইতিপূর্বে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই বিষের প্রভাব কাটাতেই তাকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাখা হয়েছিল। আজ দ্বিতীয়বার হাসপাতালের দ্বিতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ডমিনিকার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত মোদী

**নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.)।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে জুড়ল আরও একটি নতুন পালক। ডমিনিকার সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান উঠল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে। গায়ানার জর্জটাউনে এই বিশেষ পুরস্কারটি মোদীর হাতে তুলে দেন ডমিনিকার প্রেসিডেন্ট সিলভানি বার্টন। করোনা পরিস্থিতিতে ডমিনিকার পার্বত্য অঞ্চলে সাহায্যের জন্য মোদীকে এই স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল ডমিনিকা। এ বার এই সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হয়ে আপ্লুত মোদী। পুরস্কারটি গ্রহণ করে তিনি বলেন, 'এই সম্মান শুধু আমার একার নয়। এই সম্মানের ভাগীদার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পাঁচ বছরের আমিনা পেল নতুন জীবন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে পাঁচ বছরের আমিনা বেগম। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর মহকুমার ইয়াজেখাওড়া এলাকার বাসিন্দা সলমান মিঞা পাঁচ বছরের কন্যা আমিনা বেগম জন্ম থেকে দুর্বল ছিল ও সে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিল। বাবুর বাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ৬ মে, ২০২৪ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসক ডাঃ পাপিয়া সিনহা ও ডাঃ সৈকত দেব, ফার্মাসিস্ট স্বপন দাস ও এএনএম প্রিয়ালি দেব এক স্ক্রিনিং কর্মসূচিতে আমিনা বেগম এর হৃদযন্ত্রের সমস্যার ব্যাপারে আঁচ করেন। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসক তখন শিশুটির অভিভাবককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় উন্নত চিকিৎসার খরচ বহন করা তার পিতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালে রেফার করেন। আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ গোপা চ্যাটার্জী আমিনা বেগম-এর হৃদযন্ত্রে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করেন। আর এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই চিকিৎসক জানান যে শিশুটির হৃদযন্ত্রের সমস্যা রয়েছে। এরপর গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চেন্নাইয়ে এপোলো চিলড্রেন হাসপাতালে আমিনা বেগমকে পাঠানো হয়। গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এপোলো চিলড্রেন হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে শিশুটির হৃদযন্ত্রে সফলভাবে অস্ত্রপ্রচার করা হয় এবং পরদিনই (২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। আর এই অস্ত্রপচারের ফলেই আমিনা বেগম সুস্থ হয়ে উঠে ও এর কয়েকদিন পর সে রাজ্যে ফিরে আসে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের এই উদ্যোগে আমিনা বেগম সুস্থ হয়ে উঠায় তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## চড়িলামে উদ্ধার বিশাল আকৃতির অজগর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** চড়িলামের পুরান বাড়ি নতুন পেট্রোল পাম্প থেকে উদ্ধার এক বিশাল আকৃতির অজগর। বনদপ্তরের কর্মীরা ছুটে গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে বিশালগড় থানার অন্তর্গত চড়িলাম ৮ নং জাতীয় সড়কের পাশে পুরান বাড়ি নতুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ২৪ তম মহকুমা সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে সিপিএম'র র‍্যালি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।।** সিপিআইএম সদর মহকুমার ২৪তম মহকুমা সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা শহরে এক বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বাইক র‍্যালিটি মহকুমা দপ্তরের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিনের এই র‍্যালি সম্পর্কে বাম নেতৃত্ব বলেন, আগামী ২৪ নভেম্বর সিপিআইএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২২ নভেম্বর, ২০২৪ ইং
৬ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

# দূষণে জেরবার রাজধানী

ভয়ংকর দূষণের কবলে দেশের রাজধানী দিল্লি। দিল্লিকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেও পরিস্থিতির সামাল দেওয়া রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। পরিবেশের উপর মারাত্মক অত্যাচার এই দূষণের মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হইতেছে। পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর আকার ধারণ করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র জনসচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যাইতে পারে। দেশের রাজধানী দিল্লিতে এমনিতে জনসংখ্যা বেশি। স্বাভাবিক কারণেই যানবাহনের চলাচল অনেকটাই বেশি। যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়া এবং পার্শবর্তী রাজ্যগুলির কৃষকদের কৃষি ক্ষেতের খড় পোড়ানোর ধুয়া পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। গত কয়েক বছর ধরিয়াই এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অদ্ভুত পরিস্থিতিতে দিল্লিতে বসবাস করাই যেন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বিষাক্ত ধোয়ার কারণে মানুষের ফুসফুস ভয়ঙ্কর রূপে আক্রান্ত হইতেছে। শিশু জন্মগ্রহণের পর হইতেই ফুসফুসের নানা রোগে আক্রান্ত হইতেছে।

রাজধানীতে দূষণে লাগাম পরানো যাইতেছে না কিছুতেই। এই অবস্থায় ওয়ার্ক ফ্রম হোম নীতি চালু করিল দিল্লির সরকার। বিভিন্ন অফিসের সরকারি কর্মীদের ৫০ শতাংশকে বাড়ি থেকে কাজের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এক্স হ্যান্ডলে সরকারের এই নীতির কথা ঘোষণা করেছেন দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকেও এই নীতি মানিয়া চলিবার আর্জি জানাইয়াছেন মন্ত্রী। তবে স্বাস্থ্য, গণ পরিবহণ, বিদ্যুৎ, আইনি পরিষেবা, দমকল ও সাফাইয়ের মতো অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলিকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম নীতির আওতা থেকে বাদ রাখা হইয়াছে। দিল্লি সরকারের ৮০টি দপ্তর রহিয়াছে। এছাড়াও রহিয়াছে দিল্লি পুরসভার কয়েকটি দপ্তর। সব মিলাইয়া কর্মচারীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার। এই বিপুল কর্মীর প্রায় অর্ধেককে বাড়ি থেকে কাজ করাইতে পারিলে রাস্তায় গাড়ি কমিবে। কমিবে দূষণ। এমনটাই মনে করিতেছে সরকার।

ভোরে ঘন ধোঁয়াশার মধ্যেই দিন শুরু করিয়াছে দিল্লিবাসী। তবে এদিনের বায়ু দূষণের মাত্রা ছিল কিছুটা মন্দের ভালো। মঙ্গলবার যেখানে বায়ু দূষণ সূচক ছিল ৪৯৪। সেখানে বুধবার সকালে দূষণমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২৬। তবে বায়ু দূষণ সতর্কতা 'অতি বিপজ্জনক'ই রাখা হইয়াছে। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কাজ শুরুর সময় বদলের আর্জি জানায়াছেন রাই। তাঁহার মতে, সকাল সাড়ে দশটা থেকে ১১টার মধ্যে কাজ শুরু হইলে ব্যস্ত সময়ে গাড়ির চাপ কমিবে। মন্ত্রীর মতে, এতে গাড়ি থেকে দূষণও কম হইবে। পাশাপাশি, কর্মী নিয়ি আসা বা ফেরৎ পাঠানোর জন্য অনেকগুলির গাড়ির পরিবর্তে বড় সংস্থাগুলিকে বাস ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন মন্ত্রী। দিল্লির দূষণের জন্য পার্শবর্তী রাজ্যগুলির দিকে আবার আঙুল তুলিয়াছেন মন্ত্রী গোপাল। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের দূষণ রোধে ব্যর্থতার ফল দিল্লিকে ভুগিতে হইতেছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। দূষণের পাশাপাশি ঠাণ্ডাও চিন্তা বাড়াইয়াছে দিল্লিবাসীর। দিল্লির তাপমাত্রা কমে ১২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তর-পশ্চিমী ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য আরও ঠান্ডা বাড়িতে পারে।

# আদর্শ মানুষের নেতৃত্ব ছাড়া পরিবর্তন সফল হয় না

**হরলাল দেবনাথ**

মানুষ তার মানব জীবনের বহু লাঞ্ছনা- বঞ্চনা অতিক্রম করে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান সহ শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধান বা পথ আনন্দমার্গ নামে একটি দর্শনের সন্ধান পেয়েছে। এই দর্শনে রয়েছে প্রতিটি মানুষকে সঠিক পথে ফিরে আনার জন্য বা আধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ। এই সংঘের দায়ীত্ব হচ্ছে মানব ধর্ম প্রচার অভিযানের মাধ্যমে দর্শন গুরু আনন্দ মূর্তিজীর দেওয়া দর্শনও মিশন সম্পর্কে বিশ্ববাসীক জানান দেওয়া। পৃথিবীতে বহু দার্শনিক পুরুষ এসেছে এবং যুগোপযোগ তত্ব বিচার করে দর্শন দিয়েছে। আনন্দ মার্গ দর্শনের মতো এইরূপ পূর্ণাঙ্গ দর্শন আর কেউ দিতে পারেনি। এই দর্শনে রয়েছে আধ্যাত্মবাদের পরিবেশ সহ জ্ঞান উপার্জনের বিশাল ভান্ডার, তাছাড়া রয়েছে প্রকৃত দেশদরদী বা প্রকৃত জ্ঞান উপার্জনকারী শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শ মানুষ তৈরির জন্য বিভিন্ন নিয়ম নীতির বিধান ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

শিশুকাল থেকে মানুষের চরিত্র আদর্শমুখী হওয়ার জন্য আনন্দমার্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নব্য মানবতা বাদের শিক্ষানীতি। যে শিক্ষানীতির অভাবে আজ ঝড়ে ভেঙ্গে পরা বৃক্ষের মতো ভেঙ্গে পরছে সমাজ ব্যবস্থা। সমাজ ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে মানুষ এক সঙ্গে মিলেমিশে চলা, পিছিয়ে পরা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করা, এটা যেমন হবে প্রকৃত রাজনৈতিক তেমনি হবে প্রকৃত ধর্ম, ধর্ম হবে মানব ধর্ম অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের জন্য একমুখী ধর্ম, মানুষের ধর্ম বহুমুখী হতে পারে না। বহুমুখী ধর্মের কারণে আজ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, সমাজে এত শিক্ষিত পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও কারো বিবেক জাগে না। পৃথিবীর জলবায়ু, অগ্নী, মানুষের জন্ম-মৃত্যু যদি একই ভূমিকা পালন করে বা মানুষের শারীরিক গঠন রূপ যদি একই নমুনার হয়, তাহলে ধর্ম বা ঈশ্বর একমুখী না হয়ে বহুমুখী হয় কেমন করে? এমর্মে মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছেন ধর্মতো একটাই হবে, সেটা হবে মানব ধর্ম। হিন্দু -বৌদ্ধ-খৃষ্টান-ইসলাম তা হবে কেমন করে? ডা. রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন-বিশ্বের কল্যাণের জন্য এমন একটা ধর্ম চাই, যাতে সকল ধর্মের ভালো দিকগুলো থাকবে, মন্দের দিকগুলো থাকেব না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- আত্ম মোক্ষম, জগত দ্বিতায়চ, অর্থাৎ অত্মা মুক্তির জন্য ব্রহ্মের সাধনা, আর জগতের কল্যাণের জন্য সমাজের সেরা। এইরূপ মানব ধর্ম আজ প্রচার করছে আনন্দ মার্গ প্রচারক সংঘ। ধর্ম আর রাজনীতি হবে কাগজের এ পীঠ ও পীঠ অর্থাৎ একে অপরের সহায়ক। এই রূপ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে মানুষের প্রয়োজন। সেই মানুষ ভবিষ্যতে প্রজন্মদের মধ্যে বা নবীনদের মধ্যে গড়ে উঠার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্ঠা চলছে আনন্দমার্গ দর্শনে। এই দর্শন সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য যে বুদ্ধি, বিবেকবান মানুষের প্রয়োজন , বর্তমানে সেই মানুষের অভাব। যে কারণে নির্বাচন মুহূর্তে গণদেবতার রায় দানের পর নেতৃত্বদের মধে অনেকে ধরাকে সরা জ্ঞান ভাবে। নিজেকে ভাবে দেবরাজ ইন্দ্র। আর গণবন্টন অধিকার ক্ষেত্রে সরকারি সম্পদ বন্টন করে পিতৃসম্পদ বন্টন আচরণ। এতে চলছে সমাজে সামাজিক পরিবেশের অবনতি। মানুষর মানসিক চরিত্রের অগঠন। এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে নেতৃত্বদের মধ্যে অধিকাংশ নেতৃত্ব প্রকৃত দেশ দরদী বা প্রকৃত জ্ঞান উপার্জনকারী শিক্ষায় শিক্ষিত নয়।

দেশ ভাগের পর স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে নেতাজীর মতো দেশ দরদী উপযুক্ত নেতৃত্ব অপসারনের পর। দেশে আজও সেই উপযুক্ত নেতৃত্বের আবির্ভাব হয় নি। শিশুকালে শিশুদের মা-বাবা যে শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষায় গড়ে উঠে। দেশ এবং দেশের পরিবেস পরিস্থিতি স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করে বিগত দিন গুলোতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশবাসীকে যে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। দেশবাসী আজও সেই ভুল শিক্ষায় গড়ে উঠেছে এবং পরিচালিত হচ্ছে আর এই ভুল শিক্ষার ভুলের কারণে আজ দেশে উপযুক্ত আদর্শ নেতৃত্ব শূন্য পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এরজন্য একমাত্র দায়ী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়ক। আধ্যাত্মবাদের পরিবেশহীন রাজনীতির কারণে আজ স্বামী বিবেকানন্দ, নেতজী সুভাষ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, ভগৎ সিং ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো সুসন্তান ভারত মাতার আর জন্ম দিতে পারছে না।

# শিশুকে কোন গল্প শোনাবেন?

**শ্যামল আতিক**

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়।

প্রায় সব শিশুই গল্প পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই নানি—দাদি অথবা প্রিয়জনদের কাছ থেকে গল্প শুনতে চায়। কখনো ভূতের গল্প, ধর্মীয় মহাপুরুষদের কাহিনি, লোকায়ত গল্প, পূর্বপুরুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা, ঠাকুরমার ঝুলি, ঈশপের গল্প, আরব্য রজনীর গল্প ইত্যাদি আরও কত কি? কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, শিশুর মানসিক বিকাশে গল্পের প্রভাব কতখানি? এই প্রভাব কি ইতিবাচক না নেতিবাচক?

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়। প্রতিটি গল্প শিশুর মনে ভিন্ন ভিন্ন কল্পচিত্র তৈরি করে, মস্তিষ্কে নিউরাল সংযোগায়ন বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া নতুন নতুন শব্দ ও উপমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, যা তার ভাষাজ্ঞান এবং শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

গল্প শোনার সময় শিশু তার কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে। গল্পের প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি চরিত্র শিশু তার আপন মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করে। এমন অনেক বিষয়ও কল্পনা করে, যা শিশু চোখেও দেখেনি। এর ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি শাণিত হয়, ভাবনার জগৎটা প্রসারিত হয়।

পূর্বসূরিদের জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে গল্প বললে, এটা তাকে অতীত সম্পর্কে কল্পনা করতে সাহায্য করে। শিশু হয়তো ভাবতে পারে, আজ থেকে ৩০ বছর আগে মোবাইল ফোন ছাড়া কীভাবে মানুষ যোগাযোগ করত। এটা তার কাছে অসম্ভবই মনে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, ওই সময়ে মোবাইল ফোন ছাড়াও মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। তখন বিপদ বা মৃত্যুসংবাদ কীভাবে আপনজনকে জানানো হতো, কেউ বিদেশে গেলে কীভাবে যোগাযোগ করত? এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন গল্প বলবেন, তা শিশুর কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে শাণিত করবে।

শিশুকে যদি মহামানব ও সফল মানুষদের গল্প শোনান, তার মধ্যেও বড় কিছু করার স্বপ্ন জাগ্রত হতে পারে। বিখ্যাত মানুষজন সফলতার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেটা যখন শিশু জানবে, তখন সে—ও ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের নানা কৌশল রপ্ত করতে শিখবে। সফল মানুষজন কীভাবে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছেন, তা যদি শিশুর জানা থাকে, তাহলে শিশুও প্রতিকূলতা মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় রপ্ত করতে শিখবে।

যেহেতু গল্পের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে, তাই সচেতনতা জরুরি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুকে ইতিবাচক চরিত্রের গল্প শোনানো। গল্পের মূল চরিত্রকে হতে হবে নীতিমান, দায়িত্বশীল, মানবিক। কারণ, গল্পের প্রধান চরিত্র মনের অজান্তেই শিশুর কাছে আইডল বা মডেল হয়ে যায় এবং মূল চরিত্রের গুণাবলি একবার অবচেতন মনে গেঁথে গেলে, তা তাকে পর্দার আড়াল থেকে চালিত করে। এ কারণে গল্পের মূল চরিত্রে কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয়, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদি রাখা উচিত নয়।

গল্পের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণাবলি সঞ্চারিত করা সম্ভব। ধরুন, শিশুকে মীনা ও রাজুর গল্প শোনাচ্ছেন। মীনা ও রাজু প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে ঘরের কাজে মা-বাবাকে সহযোগিতা করে, উঠান পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন রাখে, গাছ লাগায়, অন্যকে সহযোগিতা করে ইত্যাদি। বারবার যদি এ ধরনের গল্প শোনাতে পারেন, কিছুদিন পরে আপনার শিশুর মধ্যেও এই গুণগুলো দেখতে পাবেন।

ধর্মীয় গল্প ও ঈশপের গল্প শোনালে নৈতিকতা জাগ্রত হবে, সাহসী মানুষের গল্প শোনালে শিশুর মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হবে, বিজ্ঞানীদের গল্প শোনালে আবিষ্কারের ইচ্ছা সঞ্চারিত হবে? দানবীর ও মহান মানুষদের গল্প শোনালে মানবিকতা জাগ্রত হবে; রূপকথার গল্প শোনালে কল্পনাশক্তি শাণিত হবে; পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানলে শিশুর আত্মধারণা সমৃদ্ধ হবে এবং সফলতার গল্প শোনালে শিশুও বড় কিছু হতে চাইবে। অর্থাৎ গল্প বলার মাধ্যমে আপনি শিশুর মধ্যে অনেক ভালো গুণ সঞ্চারিত করতে পারবেন।

এই সুযোগটিকে যদি কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে চমৎকার কিছু ফল পাবেন। গল্পের মাধ্যমে আদবকায়দা, নৈতিক শিক্ষা, করণীয়—বর্জনীয়, দায়িত্ববোধ, এমনকি পড়াশোনাও শেখাতে পারবেন। শিশুরা যেহেতু গল্প এবং খেলাধুলা পছন্দ করে, তাই উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে খেলাধুলা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুদের অনেক কিছু শেখানো হয়।

তবে গল্পের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। গল্প থেকে শিশু কতটা উপকৃত হবে, তা মূলত নির্ভর করে গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর। বিষয়বস্তু ইতিবাচক হলে, শিশুর মননে তা ইতিবাচকতা সঞ্চারিত করবে। বিষয়বস্তু নেতিবাচক হলে, শিশুর মানসিক গঠনেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তবে গল্পের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। গল্প থেকে শিশু কতটা উপকৃত হবে, তা মূলত নির্ভর করে গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর। বিষয়বস্তু ইতিবাচক হলে, শিশুর মননে তা ইতিবাচকতা সঞ্চারিত করবে। বিষয়বস্তু নেতিবাচক হলে, শিশুর মানসিক গঠনেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অনেক মা জিন-ভূত-ডাকাত-বাঘের গল্প শুনিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো বা খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। অথবা নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্য শিশুদের ভয়ের গল্প শোনান। মা—বাবা নিজেরাও জানেন না তারা কত বড় ক্ষতি করছেন। ভূতের গল্প বললে শিশু ভূতের অবয়ব কল্পনা করে এবং একে বাস্তব বলে মনে করে। ক্রমাগত ভয়ভীতির গল্প শুনতে শুনতে শিশুর মনের অবচেতনে ভয়ের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। শিশু বড় হলেও এই ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে না। জিন-ভূত না দেখলেও গভীর রাতে ভূতের ভয় পায়, শরীর অবশ হয়ে যায়।

কল্পনাশক্তির বিকাশে রূপকথার গল্পের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এর ক্ষতিকর দিকও আছে। বিশেষ করে কন্যাশিশুরা রূপকথার গল্প থেকে মনের অজান্তেই পরনির্ভরশীলতার বার্তা পায়। অধিকাংশ রূপকথার গল্পগুলোর কাহিনি মোটামুটি এ রকমরাজকুমারীকে ডাইনি বা দুষ্ট লোক ধরে নিয়ে কোথাও বন্দী করে রেখেছে। রাজকুমারী অনেক কষ্টে দিন অতিবাহিত করছে। একদিন সুদর্শন এক রাজকুমার এসে তাকে এই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করল। এরপর তারা বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

এ ধরনের গল্প শুনতে শুনতে কন্যাশিশুদের অবচেতন মনে কাল্পনিক রাজকুমারের (সুপুরুষের) প্রতি একধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। কন্যাশিশুর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে একদিন তার জন্যও কোনো এক সুপুরুষ আসবে, যাবতীয় দুঃখ—কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে, এরপর সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। এই কন্যাশিশুরা বড় হলেও জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রাজকুমারের অপেক্ষায় থাকে, যা অধিকাংশ সময়েই বাস্তবতাবিবর্জিত।

রূপকথার গল্পের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, খুব বেশি রূপকথার গল্প শুনলে শিশু ফ্যান্টসিতে আসক্ত হয়ে বাস্তবতাবিবর্জিত হতে পারে। যে শিশুদের বাস্তব জগতের (অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের) সঙ্গে যোগাযোগ কম থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি বেশি ঘটে। বাস্তব জগতের সঙ্গে মিশতে দিলে শিশু বুঝতে পারে, কোনটি বাস্তব কল্পনা, কোনটি অলীক কল্পনা। ধর্মীয় গল্পের ব্যাপারেও কিছু সতর্কতা আছে। মহাপুরুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গল্প শুনলে নিঃসন্দেহে শিশুরা উপকৃত হবে, আলোকিত হবে। তবে এটাও ঠিক, মহাপুরুষ বা ধর্মের নাম দিয়ে এমন অনেক গুজব বা বানোয়াট গল্প আছে, যার সত্যতা ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মের ভেতরেও নেই। এ ধরনের গল্প শিশুকে না শোনানোই ভালো। কারণ, তা শিশুর যুক্তিশীল সত্তাটিকে ধ্বংস করতে পারে।

যেহেতু গল্পের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে, তাই সচেতনতা জরুরি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুকে ইতিবাচক চরিত্রের গল্প শোনানো। গল্পের মূল চরিত্রকে হতে হবে নীতিমান, দায়িত্বশীল, মানবিক। কারণ, গল্পের প্রধান চরিত্র মনের অজান্তেই শিশুর কাছে আইডল বা মডেল হয়ে যায় এবং মূল চরিত্রের গুণাবলি একবার অবচেতন মনে গেঁথে গেলে, তা তাকে পর্দার আড়াল থেকে চালিত করে। এ কারণে গল্পের মূল চরিত্রে কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয়, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদি রাখা উচিত নয়।

সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার জয়গান করেই গল্পের ইতি টানবেন। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট বা বাস্তবতা যা—ই হোক না কেন, গল্পে আপনি ইতিবাচক দিকটিই তুলে ধরবেন। সমাজের নেতিবাচক বাস্তবতা শিশু বড় হয়ে জানবেই, কিন্তু গল্পের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হলে তা শিশুর ব্যক্তিজীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।

শিশুদের জন্য যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদেরও এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবেগল্পে যেন ইতিবাচকতার জয়গান থাকে। এখানে প্রকাশকের দায়িত্বও কম নয়। গল্পের বই কেনার সময় মা-বাবাকেও এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

# হিলিয়ামের সাতকাহন

**কাজী আকাশ**

বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরে যে তিনটি মৌল তৈরি হয়েছিল, তার একটি হিলিয়াম। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই এর উৎপত্তি। এখানে হিলিয়াম মানে, হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। পর্যায় সারণির দ্বিতীয় মৌল। ভরের দিক থেকে হাইড্রোজেনের পরেই এর অবস্থান। বলা বাহুল্য, হাইড্রোজেন সবেচেয়ে হালকা মৌল। দ্বিতীয়তে থাকা হিলিয়াম বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন নিষ্ক্রিয় গ্যাস। মোট সাতটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে এটিই সবচেয়ে হালকা।

মহাবিস্ফোরণের পরে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রায় তিন লাখ ৮০ হাজার বছর পরে ইলেকট্রনগুলো বাঁধা পড়তে শুরু করে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণে। এ সময় প্রথম হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে কিছু হিলিয়াম পরমাণুও তৈরি হয়। অর্থাৎ ইলেকট্রন ঘুরতে শুরু করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের চারপাশে। তবে এরপর হাইড্রোজেন থেকেও তৈরি হতে থাকে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নক্ষত্রের মধ্যে হাইড্রোজেন থেকে তৈরি হয় এ মৌল।

উৎপত্তির মতোই, হিলিয়াম আবিষ্কারের কাহিনিটিও বেশ চমকপ্রদ। এক সময় মানুষ বিশ্বাস করত, নক্ষত্র কী দিয়ে তৈরি, তা আমরা কখনোই জানতে পারব না। ১৮৩৫ সালে ফরাসি দার্শনিক আগস্টে কেঁতে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা কখনোই নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন জানতে পারব না।' কেঁতে ভেবেছিলেন, নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন জানতে হলে কোনো নক্ষত্রকে ধরে ঢুকিয়ে দিতে হবে পৃথিবীর কোনো গবেষণাগারে। অথবা যেতে হবে সেই নক্ষত্রে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। তাই এর পরিচিতি জানাও অসম্ভব। তবে কেঁতেকে ভুল প্রমাণ করে আমরা আজ নক্ষত্রের পরিচয় জানি। জানি তাদের বুকে ঘটে চলা নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার কথা। মানুষ আবিষ্কার করেছে নক্ষত্রের গাঠনিক উপাদান মৌল শনাক্ত করার পদ্ধতি।

একনজরে হিলিয়াম ঃ ১৮১৪ সালের কথা। জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রনহফার প্রিজমের সাহায্যে সূর্যের আলোকে সাত রঙে বিভক্ত করেন। বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের আবিষ্কৃত এ পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি সফলতা পান। ফ্রনহফার প্রিজম ব্যবহার করে সূর্যের আলোয় কিছু কালো রেখা লক্ষ্য করেন। এটাই ছিল কোনো নক্ষত্রের বর্ণালির প্রথম পর্যবেক্ষণ।

হাইড্রোজেনের সাতকাহন ঃ ১৮৫৯ বা ৬০ সালের মধ্যে জার্মান বিজ্ঞানী গুস্তাভ কার্শফ এবং রবার্ট বুনসেন বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেন, ফ্রাউনহফারের দেখা কালো রেখাগুলো কোনো পদার্থের ছাপের মতো। ১৮৬০ সালে এই দুই বিজ্ঞানী নীল বর্ণালি রেখা থেকে সিজিয়াম আবিষ্কার করেন। পরের বছর ১৮৬১ সালে লাল বর্ণালি রেখা থেকে আবিষ্কার করেন রুবিডিয়াম। একই বছর ব্রিটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম ক্রুকস একটি উজ্জ্বল সবুজ বর্ণালি রেখা পর্যবেক্ষণ করে থ্যালিয়াম আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী কার্শফ এবং বুনসেন সূর্যের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে সূর্যের বায়ুমণ্ডলে লোহার উপস্থিতি আছে। পরে আমরা জানতে পারি, তাঁদের এই আবিষ্কার হিলিয়াম খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

ফরাসি জ্যোতির্বিদ পিয়েরে জ্যানসেনউইকিপিডিয়া ঃ ১৮৬৮ সালের ১৮ আগস্ট। ফরাসি জ্যোতির্বিদ পিয়েরে জ্যানসেন একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণের অপেক্ষায় ছিলেন। এজন্য তিনি ভারতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তাঁর আর তর সইছিল না। সূর্যগ্রহণের আগেই পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন সূর্যের করোনা অঞ্চল। তখন তিনি যে গ্যাসগুলোর বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করেন, তার মধ্যে একটি হলুদ রেখা দেখতে পান। এই হলুদ রেখাটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল ১৮ দশমিক ১৮৬৮ ন্যানোমিটার। তবে তিনি এই তরঙ্গদৈর্ঘের উৎস শনাক্ত করতে পারেননি।

এর দুই মাস পরে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ নরম্যান লকইয়ার লন্ডনে তাঁর নিজস্ব স্পেকট্রোস্কোপ বা বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করেন। লকইয়ার ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল নেচার-এর প্রথম সম্পাদক। তিনিও পিয়েরে জ্যানসেনের দেখা হলুদ রেখাটি দেখতে পান। এ সময় তিনি আরেক ব্রিটিশ রসায়নবিদ এডওয়ার্ড ফ্রাঙ্কল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা করছিলেন। লকইয়ার হলুদ রেখাটি সম্পর্কে জানান এডওয়ার্ডকে। তাঁরা দুজনে হলুদ রেখাটি নিয়ে আলোচনা করেন। রেখাটি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনার কথা ভাবেন। এটা যে একটা নতুন মৌল হতে পারে, সে বিষয়েও ভেবেছিলেন এ দুই বিজ্ঞানী। কিন্তু তিনি সে আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেননি।

নরম্যান লকইয়ারউইকিপিডিয়া ঃ বিশ্ববাসীকে এ ব্যাপারে না জানালেও নামকরণ করতে ভোলেননি লকইয়ার। হিলিয়াম গ্রিক শব্দ। সূর্যের গ্রিক নাম হেলিওস থেকে তিনি এ মৌলটির এমন নাম দেন। কারণ মৌলটি পৃথিবীতে আদৌ আছে বলে তখনো জানা ছিল না। এর অস্তিত্ব তখনো শুধু সূর্যের বুকে। পৃথিবীতে হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয় আরও কয়েক বছর পরে। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির তথ্য অনুসারে, ইতালীয় পদার্থবিদ লুইস পালমিরি ১৮৮২ সালে মাউন্ট ভিসুভিয়াস থেকে নির্গত গ্যাসের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপেন ৫৮৭ দশমিক ৪৯ ন্যানোমিটার। পৃথিবীতে হিলিয়াম শনাক্তের এটাই প্রথম রেকর্ড। কিন্তু তখনও হিলিয়ামের উপস্থিতি কেউ নিশ্চিত করতে পারেননি। এজন্য ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

রাজকীয় মৌল হিলিয়াম ঃ স্কটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম রামসে ১৮৯৫ সালে হিলিয়াম আলাদা করেন। তখন সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। ওই বছরই রামসে আর্গন আবিষ্কার করেছিলেন। এটিই ছিল প্রথম আবিষ্কৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই আবিষ্কারের পেছনে আরেকটু রহস্য আছে। হিলিয়াম আলাদা করার বছরখানেক আগে রামসে জার্মান পদার্থবিদ ইউলিয়াম হিলব্রান্ডের একটি গবেষণাপত্র পড়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি জানতে পারেন, ইউরেনিয়ামের আকরিকের সঙ্গে অ্যাসিড মেশালে ইউরেনাইট উৎপন্ন হয়। একই সঙ্গে উৎপন্ন হয় একটি গ্যাসও। হিলব্রান্ড ভেবেছিলেন, গ্যাসটি আসলে নাইট্রোজেন। তবে আমরা এখন জানি, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সময় ইউরেনিয়াম থেকে হিলিয়াম নির্গত হয়। এ কথা তখনকার বিজ্ঞানীরা জানতেন না। আরও অনেক পরে জানা গেছে। ১৮৯৬ সালে হেনরি বেকেরেলের কাজ প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল না।

যাইহোক, রামসের কথায় ফিরি। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিলব্রান্ডের দেখা গ্যাসটি হয়তো আর্গন। তিনি আরেকটি ইউরেনিয়ামের আকরিক 'ক্লেভাইট' ব্যবহার করে আবারও পরীক্ষাটি করেন। এ সময় তিনি একটি গ্যাস পান। সেটা সংগ্রহ করে রাখেন আরও গবেষণার জন্য। বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে ওই গ্যাস নিয়ে তিনি দেখতে পান, নাইট্রোজেন ও আর্গনের পাশাপাশি আরও একটি মৌলের চিহ্ন রয়েছে এতে। প্রায় তিন যুগ আগে পাওয়া নরম্যান লকইয়ারের সেই হলুদ রেখাটি। তখন তিনি ধারণা করেন, গ্যাসটি হয়তো হিলিয়াম। উইলিয়াম রামসেউইকিপিডিয়া ঃ রামসে জানতেন, উইলিয়াম ক্রুকস ও নরম্যান লকইয়ারের কাছে তাঁর চেয়েও ভালো বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র আছে। রামসে তাঁদের কাছে ওই গ্যাসের কিছু নমুনা পাঠান আবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত নমুনাটি ভালো ছিল না। ফলে লকইয়ার পরীক্ষা করে ইউরেনাইটের একটি নমুনা পেয়েছিলেন মাত্র। তবে রামসে হাল ছেড়ে দেননি। আবার পরীক্ষা করেন। বারবার পরীক্ষা করেও তিনি দেখেন, নাইট্রোজেন ও আর্গনের পাশাপাশি আরেকটি মৌলের চিহ্ন এতে আসলেই আছে। তিনি বুঝতে পারেন, এটাই হিলিয়াম। একই বছর সুইডিশ বিজ্ঞানী পার টিওডর ক্লিভ ও আব্রাহাম ল্যাংলেট আলাদাভাবে হিলিয়ামের পারমাণবিক ভর বের করেন। তখন সবার কাছে এই গ্যাসটি পরিচিতি পায়। জায়গা মেলে পর্যায় সারণিতে।

আগেই বলেছি, পারমাণবিক ভরের হিসেবে হিলিয়াম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হালকা গ্যাস। হাইড্রোজেনের তুলনায় প্রায় চার গুণ ভারী। বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ মাত্র ০.০০০৫ শতাংশ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে হিলিয়াম আছে, তা প্রথম জানা যায় ১৯০৩ সালে।

মহাবিশ্বের সমস্ত হিলিয়াম হারিয়ে গেলে কী হতো? সাধারণত গ্যাস হিসেবেই পাওয়া যায় হিলিয়াম। তবে তাপমাত্রা কমালে কঠিন বা তরলেও পরিণত হতে পারে। এর স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক অন্য যেকোনো মৌলের চেয়ে কম। তাপমাত্রা মাইনাস ২৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে পরিণত হয় সুপার ফ্লুইডে। তখন এর ওপর ঘর্ষণ বল আর কাজ করে না। হিলিয়াম অতিপরিবাহী হয়ে যায়। ফলে এর মধ্য দিয়ে তাপ বা বিদ্যুৎ চলতে কোনো বাধা পায় না। হিলিয়াম বিষাক্ত নয়। এটি পরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায়ও দ্বিপরমাণুক অণু গঠন করতে পারে। অর্থাৎ এর অণুতে হিলিয়ামের দুটি পরমাণু একসঙ্গে থাকে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সাধারণ চাপ ও তাপে অল্প কিছু বিক্রিয়ায় অংশ নিলেও হিলিয়ামের সে বালাই নেই। অনেক বছর ধরে হিলিয়াম ফ্লোরাইড বানানোর চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তবে হিলিয়ামকে আয়নিত করলে বা চাপ প্রয়োগ করলে যৌগ গঠন করে। যেমন উচ্চ চাপে ডাইসোডিয়াম হ্যালাইড যৌগ গঠন করে। এবার হিলিয়ামের ব্যবহার সম্পর্কে একটু জানা যাক। হিলিয়াম সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এমআরআই মেশিনে। এ যন্ত্রটিকে সব সময় ঠান্ডা রাখতে হয়। সেজন্য ব্যবহার করা হয় মাইনাস ২৬৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার হিলিয়াম। এ মৌলটি না থাকলে এমআরআই মেশিনে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটত। এ ছাড়া বেলুনে হিলিয়াম ভরে বাতাসে ওড়ানো যায়। হাইড্রোজেন দিয়েও এ কাজ চালানো যায়। কিন্তু হাইড্রোজেন অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। তাই এটি বেলুনে বেশি ব্যবহৃত হয় না। এর বদলে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়। তবে হাইড্রোজেনের তুলনায় হিলিয়ামের দাম বেশি। রকেটের জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহৃত হয় তরল হিলিয়াম। ডুবুরিদের সিলিন্ডারেও অক্সিজেনের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। পানির তলায় মূল সমস্যা হলো নিঃশ্বাস নেওয়া। এ জন্য ডুবুরিরা সিলিন্ডারে করে বাতাস নিয়ে যান। বাতাসে ২১ শতাংশ অক্সিজেন, বাকি প্রায় পুরোটা নাইট্রোজেন। অক্সিজেনের চেয়ে এর পরিমাণ বেড়ে গেলে সমস্যা হয়। আবার সিলিন্ডারে শুধু অক্সিজেন নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তখন শ্বসনপ্রক্রিয়া অনেক বেড়ে যাবে। নাইট্রোজেনের বদলে অন্য কোনো ছোট অণুর গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা দেহের ভেতরে ঢুকে কোনো বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না। সেজন্যই এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় হিলিয়াম। ২০১১ সালে এক পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে অ্যান্টিহিলিয়াম। অর্থাৎ, হিলিয়ামের প্রতিকণা। মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিকণাকে পেতে প্রায় আলোর গতিতে আয়নিত স্বর্ণকণাদের সংঘর্ষ ঘটাতে হয়। ফলে বেরিয়ে আসে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কণা। তার মধ্যেই পাওয়া গেছে হিলিয়ামের প্রতিকণা। ভবিষ্যতে হয়তো হিলিয়াম নিয়ে আরও নানারকম গবেষণা হবে। তখন হয়তো আরও বেড়ে যাবে হিলিয়ামের ব্যবহার।

# স্থানীয় কারিগরদের সবলীকরণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে “ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট” আউটলেটে

## বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ১৮০টি ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট আউটলেটে চালু

মালিগাঁও, ২১ নভেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে থাকা “ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট” (ওএসওপি) আউটলেটগুলি এমনভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, যা স্থানীয় ও স্বদেশি সামগ্রীর প্রচার এবং বিক্রির ক্ষেত্রে রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে প্রাণবন্ত কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে তুলেছে। এই আউটলেটগুলি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও পরম্পরা প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে থাকেনি, বরং তার পাশাপাশি স্থানীয় কারিগর, ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারবর্গের জীবনযাত্রাতেও উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে এসেছে। আর্থিক সুরক্ষা ও সুস্থির জীবিকা তৈরির পাশাপাশি ওএসওপি স্কিম কারিগর সম্প্রদায়কে সবলীকরণ ও স্বদেশি কারুশিল্প সংরক্ষণের জন্য এক আমুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

ট্রেন যাত্রীরা এখন যাত্রার বিরতির সময় বিভিন্ন রাজ্যের রেল স্টেশনগুলিতে ছড়িয়ে থাকা ীঞ্জদ্রত্রছষ্ঠখষ্ঠদ্রদ্রঞ্জদ্রত্রঞ্চন্দ্রত্মড্ডত্বষ্ঠ আউটলেটে স্থানীয় হস্তশিল্প, হস্ততাঁত, কটন সামগ্রী এবং অন্যান্য হস্তনির্মিত শিল্প কর্মের সমৃদ্ধশীল ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে পারবেন। এভাবে স্থানীয় শিল্পীদের নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শন ও বাজারজাত করার পাশাপাশি ীঋদ্রত্বত্থন৪জ্রদ্রত্বত্থন অভিযান প্রচারের জন্য ক্ষমতায়ন করে তোলা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে পাঁচটি ডিভিশন জুড়ে ২১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১৮০টি ওএসওপি আউটলেট কাজ করছে।

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৯টি, লামডিং ডিভিশনে ৪৭টি, রঙিয়া ডিভিশনে ২৮টি, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৪৭টি এবং কাটিহার ডিভিশনে ২৯টি ওএসওপি আউটলেট। একত্রিতভাবে ১৩২টি রেলওয়ে স্টেশনে ছড়িয়ে থাকা এই আউটলেটগুলি অসংখ্য স্থানীয় কারিগর ও বিক্রেতার আর্থিক উন্নতিতে অবদান রাখছে।

সবগুলি স্টলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত স্বতন্ত্র ও অমূল্য সামগ্রীর বৈচিত্র্য প্রদর্শন ও বিপণন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের অসমিয়া পিঠা, ঐতিহ্যবাহী অসমিয়া গামোছা, ঐতিহ্যবাহী বোড়ো, রাজবংশী পোশাক, জাপি, স্থানীয় বস্ত্র, পাটের সামগ্রী (টুপি, গামোছা, পুতুল), হস্ততাঁত, দার্জিলিং চা, স্থানীয়ভাবে তৈরি করা ডিজাইনার চুড়ি, গলার হার, কানের দুল, চুলের ক্লিপ, বাঁশ ও বেত ইত্যাদির পাশাপাশি স্থানীয় খাদ্য সামগ্রী যাত্রীদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

# মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগদানের জন্য অর্পিতার প্যারোল মঞ্জুর বিশেষ আদালতের

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি. স.) : নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে জেলবন্দী অর্পিতা মুখার্জীর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। সেই কারণে বিশেষ আদালত বৃহস্পতিবার ৫ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে অর্পিতাকে।

জানা গেছে, অর্পিতার মা থাকতেন বেলঘরিয়াতে। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগদানের জন্য প্যারোল মঞ্জুর করেছে বিশেষ আদালত।

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিতে ২০২২ সালের ২৩ জুলাই ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল নগদ ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সঙ্গে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা এবং সোনার গয়না। গ্রেফতারির পর কেটে গেছে ২ বছর ৪ মাস। এখনও দুজনেই জেলে।

অর্পিতার মা থাকতেন বেলঘরিয়ায়। তার মৃত্যুর পর অর্পিতা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের জন্য প্যারোলের জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন, যা মঞ্জুর হয়েছে। তাকে পাঁচ দিনের প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে আদালত।

# ঢেকিয়াজুলিতে ট্র্যাভেলারের ধাক্কায় হত পথচারী, আহত দম্পতি সহ তিন

ঢেকিয়াজুলি (অসম), ২১ নভেম্বর (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলির নারায়ণপুরে ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী একটি ট্র্যাভেলারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক পথচারীর। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন এক দম্পতি সহ তিনজন।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঢেকিয়াজুলি থেকে যাত্রী নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল এএস ১২ এসি ৩৯৪৬ নম্বরের একটি টর্যাভেলার। কিন্তু নারায়ণপুরে ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। এক এক করে চার পথচারীকে ধাক্কা দেয় বাস। ধাক্কায় চারজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নারায়ণপুর চা বাগানের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার সাগর দাস (৩০)। এছাড়া গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন অন্য তিন পথচারী কীর্তি ডেকা (২৫), প্রীতম নাথ (২২), প্রীতমের স্ত্রী পলী দেবী। তাঁরা রাক্ষসমারিতে অনুষ্ঠিত রাসের নাট্যানুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। আহতদের সংকটজনক অবস্থায় তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

# বরপেটার চেঙায় সড়ক দুর্ঘটনা, আহত সাইকেল আরোহী সহ কয়েকজন বাসযাত্রী

বরপেটা (অসম), ২১ নভেম্বর (হি.স.) : বরপেটা জেলার অন্তর্গত চেঙায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে এক বাই-সাইকেল আরোহী সহ কয়েকজন বাসযাত্রী। দুর্ঘটনাটি আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, এএস ২৫ ইসি ১২৬৮ নম্বরের একটি বাস বরপেটা থেকে যাত্রী বোঝাই করে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। নিজ চেঙা এলাকায় যাওয়ার পর বাসের সঙ্গে এক বাই-সাইকেল আরোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষের উপক্রম হয়। তখন সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে একটি গাছে গিয়ে ধাক্কা দেয়।

দুর্ঘটনায় সাইকেল আরোহী সহ বাসের কয়েজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের চেঙা আদর্শ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইত্যবসরে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয় বহরির তারাবাড়ি থানার পুলিশ

# চুরির রহস্য উদঘাটন করল শিলিগুড়ি পুলিশ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : চুরির তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত অভিযুক্তের নাম ভিকি বাল্মিকি। তিনি টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি রাকেশ সিং অভিযুক্তের কাছ থেকেও চুরি হওয়া সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে।

বৃহস্পতিবার ডিসিপি রাকেশ সিং জানিয়েছেন, টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা সুরজ বান্সফোর কয়েকদিন আগে কোচবিহারে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ১৫ নভেম্বর বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা ও আলমারি ভাঙা। সোনা ও রুপার গয়নাসহ নগদ টাকা ও অন্যান্য নথিপত্র হারিয়ে গেছে। এরপর ১৬ নভেম্বর শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুরজ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর গ্রেফতার করা হয় টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা ভিকি বাল্মিকি নামে এক অভিযুক্তকে। গ্রেফতারের পর চুরি যাওয়া গয়নাসহ অনেক নথি উদ্ধার করা হয়েছে।

ডিসিপি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত তার বাড়ির মাটি খুঁড়ে চুরি করা সমস্ত জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল। অভিযুক্তদের বাকি সহযোগীদের খোঁজ চলছে।

# রাজস্থানের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতিসাধনে সম্মেলন কলকাতায়, উপস্থিত রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাবর

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রাজস্থান সরকার। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী রাজস্থানের ভূমিপুত্রদের সেই বিষয়ে অবগত করতে 'এক কদম শিক্ষা কি ঔর' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় 'রচনাকার' এবং রাজস্থান তথ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে।

বৃহস্পতিবার কলকাতার গণেশ চন্দ্র এভিনিউ-এর কমার্স হাউজে রাজস্থান তথ্যকেন্দ্রের দফতরে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের মন্ত্রী (বিদ্যালয়, সংস্কৃত শিক্ষা ও পঞ্চায়েতিরাজ) মদন দিলাবর। এছাড়াও রাজস্থান-বাংলা মৈত্রী পরিষদের সভাপতি নারায়ণ জৈন-সহ উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। রাজস্থানবাসীদের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারাও এদিন উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য ও শিক্ষা জগতের বিশিষ্টরাও।

এদিন সম্মেলনের সূচনা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তারপর একে একে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রাজস্থান-বাংলা মৈত্রী পরিষদের সভাপতি নারায়ণ জৈন রাজস্থানের মন্ত্রী মদন দিলাবরের কাছে অনুরোধ করেন পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী রাজস্থানের বাসিন্দাদের পারস্পরিক মতবিনিময়, আলাপ—আলোচনা ও সম্মেলনের জন্য জন্য একটি ভবন তৈরির বিষয়ে।

মন্ত্রী মদন দিলাবর আবার পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী রাজস্থানের ভূমিপুত্রদের কাছে আহ্বান জানান রাজস্থানের শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতিসাধনে এগিয়ে আসার জন্য। তেমনই আবার মন্ত্রী আবেদন করেন তাঁদের মাতৃভূমির (রাজস্থানের) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে। শুধুমাত্র রাজস্থানের প্রবাসী ভূমিপুত্রদের জন্য যে জয়পুরে ডিসেম্বরে বসতে চলেছে একটি সম্মেলন, সেই সংক্রান্ত তথ্যও জানা যায় এদিনের অনুষ্ঠান থেকে।

# আদানি ফোবিয়ায় ভুগছেন রাহুল গান্ধী : গিরিরাজ সিং

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'আদানি ফোবিয়ায় ভুগছেন রাহুল গান্ধী। লিখিতভাবে তাঁকে যা দেওয়া হচ্ছে তা তিনি শুধু বলছেন।'ঘুষ-কাণ্ডে নাম জড়ানোর পরেই শিল্পপতি গৌতম আদানিকে গ্রেফতার করার দাবি তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, “আদানিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।” আমেরিকায় গৌতম আদানি-সহ সাত জনের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার ঘুষ এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ ঘিরে শোরগোল শুরু হতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে কংগ্রেস সদর দফতরের সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী এই মানুষটিকে ১০০ শতাংশ রক্ষা করছেন।'

# পাচারের আগেই চালসায় জাতীয় সড়ক থেকে উদ্ধার ২৪টি গোরু, গ্রেফতার তিন

চালসা, ২১ নভেম্বর (হি. স.) : গাড়িতে করে গোরু পাচারের চেষ্টার অভিযোগ। পাচারের আগেই জাতীয় সড়ক থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৪টি গোরু। ইতিমধ্যেই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে মেটেলি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক ধরে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে গাড়িতে করে ওই গোরুগুলিকে পাচার করা হচ্ছিল।

বুধবার রাত প্রায় ৩টা নাগাদ চালসা গোলাইয়ে গাড়িগুলিকে দেখে সন্দেহ হয় মেটেলি থানার পুলিশের। এরপরই গাড়িগুলিকে আটক করে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়।

কিন্তু গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা গোরুগুলি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এরপর রাতেই ওই ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে গোরুগুলিকে রাতেই বাতাবাড়ির একটি খোয়াড়ে এনে রাখা হয়। ধৃতরা নকশালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে পাঠায় পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কিনা, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

## সন্ধান চাই

গত ১১.১১.২০২৪ ইং তারিখে শ্রীমতি মমতা চাকমা, স্বামী - শ্রী লিয়াঙ্থাংরাই হালাম, সাং - নওাগাং - থানা — বাগবাসা, উত্তর ত্রিপুরা নিজ বাড়ী থেকে বাগবাসা বাজারে গেলে, সেখান থেকে আর বাড়ি ফিরে নাই। এখনও পর্যন্ত তাকে খুজে পাওয়া যায়নি। উক্ত সংবাদ মূলে বাগবাসা থানায় একটি জি. ডি নথিভুক্ত করা হয় যাহার নাম্বার Bagbassa PS G.D. Entry No. ২১ dated ১৪/১১/২০২৪।

উপরিউক্ত, নিখুঁজ মহিলার সন্ধান জানতে পারিলে নিম্নক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রইল।

Particulars of missing person

শ্রীমতি মমতা চাকমা,
স্বামী - শ্রী লিয়াঙ্থাংরাই হালাম,
সাং - নওাগাং, থানা — বাগবাসা, উত্তর ত্রিপুরা
উচ্চতা — অনুমান ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং — পরিষ্কার।
যোগাযোগের ঠিকানা :-
আই. ও, বাগবাসা থানা :- ৭০০৫০৪৮৬০৫
এস ডি পি ও ধর্মনগর :- ০৩৮২২-২৭১-০২০
এস.পি উত্তর ত্রিপুরা :- ০৩৮২২-২৩৪-৪৬৬
পুলিশ কন্টোল উত্তর ত্রিপুরা :- ০৩৮২২- ২২৪-৪১১
ICA/D-1304/24



# ট্যাব দুর্নীতি মামলায় ফের শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর (হি. স.) : ট্যাব দুর্নীতি মামলায় ফের শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার হল এক যুবক। শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকার দেবীডাঙা থেকে ট্যাব দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।

জানা গিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম রবীন্দ্র প্রসাদ সিং। বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। চোপড়ায় গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র চালাতো যুবক। সেখানেই ট্যাব দুর্নীতির টাকা নয়ছয় করে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে পাঠানোর কাজে সে জড়িত ছিল বলে জানা গিয়েছে। এর জন্য তাঁকে টাকা দেওয়া হতো।

সম্প্রতি বর্ধমানে ট্যাবের টাকা না পাওয়া নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর দেবীডাঙা থেকে রবীন্দ্র প্রসাদ সিংকে বুধবার রাতে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তুলে তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে বর্ধমান রওনা দিয়েছে পুলিশ।

এদিকে দিন কয়েক আগেই শিলিগুড়িতে ট্যাব দুর্নীতি মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ। সেবক রোড থেকে তিনজনকে ধরা হয়। তাদের মধ্যে একজন চোপড়ার ও অন্য দুজন প্রধাননগর থানা এলাকার পবিত্রনগর ও সমরনগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

# দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু এএপি-র, ১১ জন প্রার্থীর নামের তালিকা ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে বিধানসভা ভোট কবে হবে, তা আপাতত অজানা। তার আগেই ২০২৫ সালের ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)। বৃহস্পতিবার আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে ২০২৫ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ১১ জন প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।প্রাক্তন বিজেপি নেতা ব্রহ্ম সিং তানওয়ার, অনিল ঝা এবং বি বি ত্যাগীর পাশাপাশি প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা চৌধুরী জুবায়ের আহমেদ, বীর ধিংগান এবং সুমেশ শোকিন যারা সম্প্রতি আম আদমি পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তাদের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দিল্লির বদরপুর, ছত্তরপুর, লক্ষ্মী নগর, সিলমপুর, সীমা পুরী, রোহতাস নগর, ঘোণ্ডা, বিশ্বাস নগর, কারাওয়াল নগর, কিরারি ও মাটিয়ালা আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে এএপি।

# মহারাষ্টের মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি : ফড়নবিস

মুম্বই, ২১ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, এবার ভোটের ফল আসার অপেক্ষা। ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। তার আগে উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস বললেন, 'মহারাষ্ট্রে ভোটের হার বেড়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, ভোটের হার বাড়লে আমাদের উপকার হয়। তাই আমরা সুবিধা পাব এবং মহারাষ্ট্রে আমাদের সরকার গঠিত হবে। সরকারের প্রতি আস্থার কারণে ভোটের হার বাড়তে পারে। এর অর্থ সরকারের প্রতি আবেগ রয়েছে জনতার।'যদি, মহাযুতি যেতে মহারাষ্ট্রে, তাহলে কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী, এই প্রশ্নের উত্তরে দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, 'আমরা তথ্য পেয়েছি, লাডকি বাহিন প্রকল্পের কারণে আমাদের জন্য মহিলাদের ভোটের শতাংশ বেড়েছে। এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি, ফলাফল প্রকাশের পর আমরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেব।'

# ময়নাগুড়িতে ধানখেতে অজগর উদ্ধারকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুলু কাণ্ড

ময়নাগুড়ি, ২১ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ধানখেতে অজগর উদ্ধারকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুলু কাণ্ড । যার জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ রইল জমিতে ধান কাটার কাজ। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর মৌয়ামারি গ্রামে।

জানা গিয়েছে, এদিন গ্রামের বাসিন্দা সোপা রায়ের ধানের জমিতে একটি বিশালাকার অজগর সাপ দেখতে পান ধান কাটার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা। এরপরই আতঙ্কে ধান কাটার কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। এই খবর চাউর হতেই এলাকায় ভিড় জমাতে থাকেন বহু মানুষ। এরপরই খবর দেওয়া ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনকে। তাঁরা এসে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে স্বাভাবিক হয় জমিতে ধান কাটার কাজ।

এদিকে সম্প্রতি ময়নাগুড়ির দোমহনি মোড় এলাকাতেও একটি অজগর সাপ বেরিয়ে পড়ে। সেটিকেও পরে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পরিবেশপ্রেমীরা।

# ওয়েভস ওটিটি-র নেপথ্যের ধারণা সমাজের সর্বস্তরের জন্য বিষয়বস্তু সরবরাহ : নবনীত সেহগাল

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): দূরদর্শনের স্মৃতিমেদুর দিনগুলি দর্শকদের সামনে তুলে ধরার জন্য ওটিটি (ওভার-দ্য-টপ) প্ল্যাটফর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে প্রসার ভারতী। প্রসার ভারতীর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ”ওয়েভস” বুধবার সন্ধ্যায় ৫৫-তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যান নবনীত কুমার সেহগাল বলেছেন, নতুন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চালু করার নেপথ্যে ধারণাটি কেবলমাত্র ডিজিটাল স্পেসে স্বাস্থ্যকর বিষয়বস্তু নিয়ে আসা নয়, শিশু এবং যুবসমাজ-সহ সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য বিষয়বস্তু সরবরাহ করা। প্রসার ভারতীর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ”ওয়েভস” আত্মপ্রকাশ পাওয়ার একদিন পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেহগাল জানান, এই প্ল্যাটফর্মে দূরদর্শন অনুষ্ঠানগুলির সমস্ত সংরক্ষণাগার সামগ্রী থাকবে যা, লোকজন দেখে বড় হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রসার ভারতীর সিইও গৌরব দ্বিবেদী বলেছেন, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চালু করার পিছনে প্রেরণা হল সর্বাধিক দর্শকদের কাছে পৌঁছনো।

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 30/EE/ MCD/PWD(R&B)/2024-25, Dated:-18-11-2024**

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 09-12-2024 for the following works:-
1. DNIeT NO:- 21/EE/MCD/ PWD(R&B)/2024-25.
2. DNIeT NO:- 22/EE/MCD/ PWD(R&B)/2024-25.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719 (M) // 9436 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/2539/24

**Executive Engineer Medical College Division, PWD(R&B) ILS Hospital Road, Agartala.**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-V/ EE/RDUD/G/2024-2025 DATED- 16-11-2024**

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 02-12-2024 for the following work-
1. Carrying of R.D Store materials from R.D District Godown to different R.D Block store & worksite under Gomati & South Tripura district during the year 2024-25.
For details to contact by e-mail details visit website https://tripuratenders.gov.in and rdud.division @gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/2535/24

**(Er. T.K. Sarkar)**
**Executive Engineer R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.**

# RTRECRUITMENT NOTIFICATION

Applications are invited for the post of Public Engagement Officer(PEO) for Agartala Smart City Limited on purely contractual basis for a period of 01 (one) year. The last date for submission of application is 7th December 2024.
The detailed Recruitment Notification may be seen in website www.agartalasmartcity.tripura.gov.in
Date of Publishing : 22-11-2024
ICA/D/1300/24

**Sd/-(Dr. Shailesh Kumar Yadav, IAS)**
**Mission Director & Chief Executive Officer**
**Agartala Smart City Ltd**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE(PWD)/BLN/2024-25 DATED, 14-11-2024**

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 06-12-2024 for the following work:

| SL NO | DNIT NO. | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIT No. 40/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25 | ₹24,25,733.00 | ₹48,515.00 | 180 (One hundred eighty) days | Appropriate Class |
| 2. | DNIT No. 41/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25 | ₹2,97,523.00 | ₹5,950.00 | 60 (Sixty) days | |
| 3. | DNIT No. 42/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2024-25 | ₹3,99,017.00 | ₹7,980.00 | 60 (Sixty) days | |

• Last date and time for document downloading and bidding: Up to 3.00 PM on 06-12-2024
Time and date of opening of bid: At 4.00 PM on 06-12-2024
• Cost of Tender document: *.1000/-
• Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.
ICA/C/ 2532/29

**(Er. Susanta Debbarm)**
**Executive Engineer, Belonia Division,**
**PWD (R&B) Belonia, South Tripura**

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## কোন ফল নিয়মিত খেলে দূরে পালাবে রোগাবালাই?

ফল মাত্রেই তা উপকারী। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিৎতক, নিয়ম করে ফল খাওয়ার কথা বলে থাকেন উভয়েই। সুস্থ থাকতে ফল খাওয়ার সত্যিই কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু কোন ফল খেলে বেশি উপকার পাবেন, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। উপকারী ফলের তালিকায় কলা কিন্তু একেবারে উপরের দিকে রয়েছে। রোজ যদি একটি করে কলা খেতে পারেন, তা হলেও সুস্থ থাকবে শরীর।

রোজ কলা খেলে কী কী উপকার পাওয়া যায়?

দুর্বলতা দূর করতে

কলা হল কার্বোহাইড্রেটের সমৃদ্ধ উত। চনমনে এবং চাঙ্গা থাকতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ শরীরে পর্যাপ্ত থাকা জরুরি। কলা কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি পূরণ করে। ২০১৯ সালে "জার্নাল অফ ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকোনলজি"তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র তেমনটাই বলছে। কলাতে রয়েছে ভিটামিন বি, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি১২, যা শরীরকে ভিতর থেকে চাঙ্গা রাখে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে

ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে ডায়েটের পর্বে কলা রাখতে চান না অনেকেই। অথচ পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, সঠিক ভাবে যদি ডায়েট করা যায়, তা হলে কলা খেলে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বরং কলা খেলে পেট ভর্তি থাকে দীর্ঘ ক্ষণ। ফলে বারেবারে খাবার খাওয়ার প্রবণতাও অনেক কমে। ওজন বৃদ্ধিতেও রাশ টানা সম্ভব।

হজমক্ষমতা ভাল রাখে

কলায় রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার। রোজ কলা খাওয়ার অন্যতম উপকার হল, এতে হজম ভাল হয়। "আমেরিকান সোসাইটি ফর নিউট্রিশন" -এর গবেষণা জানাচ্ছে, দিনে ২০-২৫ গ্রাম ফাইবার খাওয়া জরুরি। এর ফলে পেটের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কলা সেই কাজটি করে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

কলা হার্টের খেয়াল রাখে। কারণ কলায় রয়েছে পটাশিয়াম, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। শরীরের প্রতিটি কোষ সচল রাখতে পটাশিয়াম অত্যন্ত জরুরি। অন্যান্য ফল এবং খাবারের চেয়ে কলায় পটাশিয়ামের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। ফলে সুস্থ থাকতে কলা খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আলসার আলসারের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। আলসার থাকলে কলা খাওয়া যেতেই পারে। পেটের আলসার থেকে দূরে থাকতে কলা হতে পারে অত্যন্ত উপকারী একটি ফল। কলা প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করে শরীর সুস্থ রাখে।

## সচেতন হয়ে খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছেন তরুণরা

হৃদরোগ, ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরলের মতো শারীরিক সমস্যা ইদানীং সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে গোটা পৃথিবীতে ৬১ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী এই রোগগুলি। শেষ নয় এখানেই। দেশে প্রতি বছর শুধুমাত্র হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। সামগ্রিক এই চিত্রটি সত্যিই আশঙ্কার।

তবে পরিস্থিতি বদলের প্রস্তুতি নিচ্ছে কম বয়সিরা। এ ধরনের ক্রনিক অসুখের উত হল খাদ্যাভ্যাস। তাই ঝুঁকি এড়াতে খাওদাওয়ায় নিয়ম ভাঙতে নয়, বরং মানতে শুরু করেছেন অনেকে। বাইরের খাবার থেকে ক্রমশ মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন।

কোলেস্টরল কিংবা উচ্চ রক্তচাপ, রোগের নাম যা-ই হোক, বাইরের খাবারের প্রতি অগাধ ভালবাসা থেকেই শরীরে বাসা বাঁধে এই রোগগুলি। আর তাই সুস্থ এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, পিতা, বার্গার, রোল, চাউমিনের প্রতি আকর্ষণ কমে আসছে। সচেতনতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। এই সচেতনতা অল্প বয়সিদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি, প্রৌঢ়ত্বের দিকে যাঁরা এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যেও সুস্থ থাকতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা তেমনটাই বলছে। "ইন্ডিয়া ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশন" এর আয়োজিত সমীক্ষায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সমীক্ষা জানাচ্ছে, ক্রনিক কিছু শারীরিক সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনধারা। বাইরের খাবার খাওয়া অন্যতম বড় কারণ। চটজলদি সুস্বাদু খাবার খেতে ভাল লাগে, স্বাদের যত্ন নেয় কিন্তু শরীরে এই খারাপ প্রভাব পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোগবালাইয়ের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে শরীর।

পুষ্টিবিদেদের মতে, বাইরের নানা ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি তৈরি হয়। শাকসব্জি, ফল, ভাত, রুটিতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেলসের মতো উপাদান। যেগুলি পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, প্রায় ৬৩ শতাংশ মানুষ প্রতি সপ্তাহে এই ধরনের খাবার খান। আর ১৯ শতাংশের রোজেন খাবার হল এইগুলি। আর সেই কারণেই পৃথিবীতে ডায়াবেটিক, হৃদ্রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এত বেশি।

সংখ্যাটি আশঙ্কার হলেও আশার আলোও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। বাইরে খাবার যে দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকতে দেবে না, তা উপলব্ধি করেছেন অনেকেই। আর তাই সুযোগ পেলেই দোকান, রেস্তরাঁর খাবারে কামড় বসাচ্ছেন না অনেক। বরং ব্যস্ততম জীবনেও ভরসা রাখছেন বাড়ির তৈরি খাবারে।

কিন্তু খাদ্যাভ্যাসে বদল আনার সিদ্ধান্ত কি কার্যকর হচ্ছে? চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, তাতণিক ভাবে তা বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে এর সুফল বোঝা যাবে। বাইরের খাবার কম খেলে এই ধরনের রোগ থেকে দূরে থাকা যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনলেই সুস্থ থাকা অনেক বেশ সহজ হয়ে যায়।

## টানটান ত্বক চাই?

ব্রণহীন, উজ্জ্বল ত্বকই সৌন্দর্যের শেষ কথা নয়। বরং ত্বকের টান টান ভাব সৌন্দর্যে আলাদা মাত্রা আনে। বলি নায়িকাদের মতো ত্বক চান অনেকেই। আলিয়া, দীপিকার মতো টানটান ত্বকের প্রত্যাশী কমবেশি সকলেই। অবশ্য নায়িকাদের পরিচর্যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ঘরোয়া কিছু টোটকা মেনেও কিন্তু পছন্দের অভিনেত্রীর মতো টানটান ত্বক পাওয়া যায়।

সে ক্ষেত্রে সঠিক উপায়গুলি জানতে হবে। পার্লারে না গিয়েও বাড়ি বসে কী ভাবে পাওয়া যাবে নায়িকাদের মতো ত্বক?

কলা- রূপচর্চায় কলা ব্যবহার করেন অনেকেই। কলা দিয়ে বানানো বিভিন্ন প্যাক দিয়ে কেশচর্চাও করা হয়। "জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাসথেটিক ডার্মাটোলজি"-তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র জানাচ্ছে, ত্বকের যত্নে কলার মতো উপকারী জিনিস খুব কমই আছে। কলায় রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিনের মতো নানা উপাদান। যা ত্বককে ভিতর থেকে টানটান করে। কী ভাবে ব্যবহার করবেন এই ফল? পাকা কলা ভাল করে চটকে ত্বকে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। তার পর শুকিয়ে গেলে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে তিন দিন করলেই বদল দেখতে পারবেন।

শসা- শসায় রয়েছে ইলাস্টিন, হায়লুরোনিক অ্যাসিডের মতো অত্যন্ত উপকারী উপাদান। যেগুলি ত্বক ভাল রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শসা ত্বক সজীব রাখে। সেই সঙ্গে ত্বকের টানটান ভাব বজায় রাখতেও এর জুড়ি মেলা ভার। শসার খোসা ছাড়িয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। তার পর শসার মিশ্রণটি তুলোর বল দিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট রাখুন। তার পর ধুয়ে ফেলুন।

অ্যালো ভেরা-ত্বকের খেয়াল রাখতে অ্যালো ভেরার গুরুত্ব অপরিসীম। অ্যালো ভেরা শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও যত্ন নেয় ত্বকের। অ্যালো ভেরা ত্বকের কোলাজেন উতাদনে সাহায্য করে। ফলে ত্বকের জেল্লা বজায় থাকে। তবে টানটান ত্বকের রহস্যও কিন্তু লুকিয়ে আছে অ্যালো ভেরায়। অ্যালো ভেরার পাতা থেকে জেল বার করে ত্বকে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে নিন। সত্যিই উপকার পাবেন।

## ওজন বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলে কাজ হবে তাড়াতাড়ি

রাস্তার ধারে দেওয়ালে সাঁটানো পোস্টার থেকে সমাজমাধ্যম, যে দিকেই তাকান শুধু মেদ ঝরানো আর ওজন কমানোর বিজ্ঞাপন। মানছি, ওজন বাড়িয়ে তোলার দলে যাঁরা রয়েছেন, এ ক্ষেত্রে তাঁরা সংখ্যালঘুই বটে। কিন্তু

খুঁজে দেখলে ওজন বাড়িয়ে তুলতে চাওয়া মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কম ওজন, শীর্ণকায় চেহারার জন্য সম্বন্ধ এসেও তা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি, এমন নজির রয়েছে অনেক।

চার পাশে এত মানুষ দেহের বাড়তি মেদ নিয়ে চিন্তায় থাকেন যে, ওজন বাড়িয়ে তোলার কথা জনসমক্ষে বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন অনেকে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ওজন বাড়াতে চাইলে শুধু খাবার খেলেই হবে না। নিয়ম মেনে খেতে হবে। সঙ্গে আর কী কী মেনে চলতে হবে?

১) অল্প পরিমাণে, বার বার খেতে হবে

অনেকেই মনে করেন, সারা দিনে তিন বার পরিমাণে অনেকটা করে খেয়ে নিলেই বোধ হয় চড়চড় করে ওজন বেড়ে যাবে। এমন ধারণা ভিত্তিহীন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, উল্টে সারা দিনে অল্প অল্প করে পাঁচ থেকে ছ'বার খাবার খেলে তা বিপাকহারের গতি কিছুটা হলেও শ্লথ করতে পারে।

২) খিদে বাড়িয়ে তোলে, এমন খাবার খেতে হবে

এমন কিছু মশলা রয়েছে, যেগুলি খাবারের তালিকায় যোগ করলে খিদে বাড়ে। আদা, রসুন, দারচিনি, গোলমরিচের মতো মশলাগুলি পিত্তরস-সহ বেশ কিছু উতেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩) পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে

ওজন বাড়িয়ে তুলতে শুধু ক্যালোরিযুক্ত খাবার খেলেই হবে না। সঙ্গে পর্যাপ্ত প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ এবং বিভিন্ন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রয়েছে, এমন খাবারও ডায়েটে রাখতে হবে। সঙ্গে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ওমেগা-৩ রয়েছে এমন খাবার যেমন বাদাম, বীজ রাখাও জরুরি।

৪) নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে

দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে গেলে যেমন শরীরচর্চা করতে হয়, তেমন ওজন বাড়িয়ে তোলার জন্যও নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম রয়েছে। হজমে সহায়ক, রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে তোলে এমন শরীরচর্চা নিয়মিত অভ্যাস করা জরুরি।

৫) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

ওজন বাড়িয়ে তুলতে গেলে একেবারেই মানসিক চাপ মুক্ত থাকতে হবে। চিকিৎসকেরা বলেন, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, আতঙ্কের সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের যোগ রয়েছে। যা ওজন বাড়িয়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই নিয়মিত ধ্যান, ডিপ ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে শিখতে হবে।

## বর্ষায় বাড়ে হজমের সমস্যা

বর্ষায় পেটের সমস্যা ভয়ানক ভাবে বাড়ে। এর মূল কারণ দূষণ আর নোংরা জল। বৃষ্টির জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশলেই তা দূষিত হয়ে যায়। এবার সেই জল খেলে আর রক্ষে নেই। এছাড়াও বর্ষায় আমাদের অন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। এর কারণে হজম ক্ষমতাও খুব কম থাকে। পাকস্থলি সব খাবার ঠিকমতো হজম করতে পারে না। সামান্যতেই পেটের মধ্যে টক্সিন আর অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

এর ফলে একটু এদিক-ওদিক হলেই অ্যাসিডিটির সম্ভাবনা বাড়ে। বর্ষায় সম্ভব হলে জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খেলে ভাল। এছাড়া তেল-মশলাদার খাবার, বাইরের ভাজাভুজি এসবও একেবারেই নয়। ফ্রিজে রাখা বাসি খাবার খাবেন না।

বিশেষজ্ঞরা এই সময় কিছু খাবার একেবারেই এড়িয়ে যেতে বলছেন। দেখে রাখুন সেগুলি কি কি-

দই- গরমের দিনে দই আমাদের শরীরের জন্য যত ভাল বর্ষায় ততটাই খারাপ। দই এর তৈরি খাবার এই সময় বেশি খেলে সেখান থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। দই খেলে কফ, সর্দি জ্বর হতে পারে। এই সময় গাঁজানো কোনও খাবারই খাওয়া ঠিক নয়।

শাক শরীরের জন্য খুবই ভাল। আয়রনও থাকে প্রচুর পরিমাণে। তবে বর্ষার দিনে এই শাক এড়িয়ে চললেই ভাল। শাক মূলত জলে হয়। এর ফলে শাকের মধ্যে অনেক পোকামাকড় থাকে। বহুবার ধোওয়ার পরেও সেই নোংরা পরিষ্কার হয় না। আর শাক হজম হতে সময়ও লাগে অনেকটা বেশি।

সরাসরি ট্যাঙ্ক বা কলের জল বর্ষাকালে খাবেন না। বর্ষাকালে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার সমস্যা খুবই বাড়ে। এই সময় জল ফিল্টার না করে কোনও ভাবেই খাবেন না। প্রয়োজনে জল ফুটিয়ে খান। আর অন্যের বোতল থেকে জল খাবেন নী। এতেও সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। বর্ষাকালে কাঁচা স্যালাড নয়। চপ, পকোড়ার সঙ্গে যদি কেটে রাখা শসা, পেঁয়াজ, গাজর এসব দেওয়া হয় তাহলে তা একেবারেই খাবেন না। এই সঙ্গে মাশরুমও নয়। মাশরুমের মধ্যে পুষ্টি থাকে অনেকটা। তবে যেহেতু মাশরুম মাটিতে হয় বর্ষার দিনে এর মাধ্যমে আরও একাধিক জীবানু প্রবেশ করতে পারে খাবারের মধ্যে।

বর্ষায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা খুবই জরুরি। সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়বে এমন খাবার বেশি করে খেতে হবে। মুসুর ডালের স্যুপ, মধু, শুকনো আদা, আদা দেওয়া চা, কাঁচা হলুদ এসব বেশি করে খেতে হবে।

## চিনিজাতীয় শর্করা থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির সঞ্চার হয়

খাবারে নুন-চিনি কম বা বেশি হলে শুধু রান্নার স্বাদ নষ্ট হয় না, ক্ষতি হয় স্বাস্থ্যেরও। পুষ্টিবিদদের মতে, রোজের খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত নুন-চিনি থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেও ভাল নয়। এ অভ্যাসের হাত ধরে ওজন বেড়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, হার্টের সমস্যার মতো রোগের চোখরাঙানি বাড়ে। সেই ভয়ে অনেকেই খাদ্যতালিকা থেকে নুন ও চিনি একেবারে বাতিল করে দেন। কিন্তু জানেন কি, শরীরে এই উপাদানগুলির ঘাটতি হলেও দেখা দিতে পারে সমস্যা? সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে শরীরে পর্যাপ্ত মাত্রায় সোডিয়াম ও শর্করার প্রয়োজন। নুন একটি খনিজ, যা শরীরে তরল ও অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখতে, স্নায়ুগুলির কার্য পরিচালনা করতে এবং পেশি সঙ্কোচন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। অন্য দিকে, চিনি হল এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট, যা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয়। এখন পুষ্টিবিদদের পরামর্শ ছাড়া কেবল সমাজমাধ্যমের উপর ভরসা করেই অনেকে বিভিন্ন রকম ডায়েট মেনে চলতে শুরু করেন। সেই ডায়েটে চিনি ও নুন একেবারে থাকে না বললেই চলে। দীর্ঘ দিন এ প্রকার ডায়েট মেনে চললে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। নুন-চিনি খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে শরীরের কী ক্ষতি হতে পারে? চিনিজাতীয় শর্করা থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির সঞ্চার হয়। হঠাৎ চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলে আপনার কর্মদক্ষতা কমে যেতে পারে। শরীরে ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে। কাজে মন বসানো কঠিন হয়ে যেতে পারে। নুন হল আয়োডিনের ভাল উত। নুনে থাকা সোডিয়াম ক্লোরাইড ইলেকট্রোলাইটকে ব্যালান্স করতে সাহায্য করে। শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা গেলে থাইরয়েড গ্রন্থি ঠিক মতো কাজ করতে পারে না। যার ফলে শরীরে হাইপোথাইরয়েডিজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি, আয়োডিন-যুক্ত নুন শরীরে ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। তাই, পরিমিত মাত্রায় নুন খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। তবে যে সব খাবারে অতিরিক্ত নুন-চিনি রয়েছে, তা-ও খাওয়া উচিত নয়। মূলত প্যাকেটজাত পানীয় ও খাবারে নুন, চিনি বেশি মাত্রায় থাকে। ফলে এমন খাবার এড়িয়ে চলুন। কী ভাবে রোজকার ডায়েটে নুন-চিনি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবেন?

১) খাওয়ার টেবিলে নুন রাখার পাত্র রাখবেন না। অনেকেরই পাতে নুন নিয়ে খাওয়া স্বভাব আছে। সবার আগে এই অভ্যাসে বদল আনুন।

২) বাজারচলতি কোনও প্রক্রিয়াজাত খাবার কেনার আগে প্যাকেটের গায়ে নুন ও চিনির পরিমাণটা ভাল করে দেখে নেবেন। খুব ভাল হয় যদি এই খাবারগুলি একেবারেই এড়িয়ে চলতে পারেন।

৩) ঠান্ডা পানীয় কিংবা সোডা জাতীয় পানীয় খেয়ে থাকেন? এগুলি এড়িয়ে চলাই ভাল। তার পরিবর্তে ফল অথবা ফলের রস খেতে পারেন।

৪) সরাসরি চিনি না খেয়ে চিনির পরিবর্তে কিশমিশ, গুড়, মধু খেতে পারেন। তবে তা যেন অবশ্যই পরিমিত মাত্রায় হয়, সে দিকে নজর দিতে হবে।

## খাওয়াদাওয়ায় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা এখন আর শুধু বার্ধক্যে সীমাবদ্ধ নেই। অল্প বয়সিদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে এই রোগ। বাইরের খাবারদাবারের প্রতি ঝোঁক এর একটা বড় কারণ। প্রতিনিয়ত তেলমশলা, ভাজাভুজি, প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাসে রক্তচাপের মাত্রা বাড়তে থাকে। উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা বিপদসীমা পেরোনোর আগেই রাশ টানা জরুরি।

এই রোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু জীবনযাপন করা অত্যন্ত জরুরি। খাওয়াদাওয়ায় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন। নিজেকে নিয়মে না বাঁধলে পরবর্তী কালে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। সেই সঙ্গে ওষুধ আর চিকিৎসকের দেওয়া পরামর্শ তো আছেই। তবে নিয়মের পথ ধরে হেঁটে নিজেকে সুস্থ রাখা ছাড়াও রক্তচাপের মাত্রা কমানোর আরও একটি উপায় রয়েছে। তা হল ঘরোয়া টোটকা। হেঁশেলেই এমন অনেক জিনিস থাকে, যেগুলি বেশ কিছু রোগের সঙ্গে সহজেই মোকাবিলা করতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ তেমনই একটি রোগ। রক্তচাপের মাত্রা কমাতে ভরসা হতে পারে তিন পানীয়।

আমলকি এবং আদার শরবত

আমলকি এবং আদা দুই-ই উচ্চ রক্তচাপের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমলকিতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং ভিটামিন সি, যা রক্ত চলাচল সচল রাখে এবং রক্তচাপের মাত্রাও কমাতে সাহায্য করে। একই ভাবে আদাও রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে। সেই সঙ্গে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আমলকি এবং কয়েক টুকরো আদা একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে শরবত বানিয়ে নিন। খালিপেটে নিয়ম করে খেলে উপকার পাবেন।

ধনেবীজের শরবত

ধনে শরীরে জমে থাকা বাড়তি সোডিয়াম এবং জল বাইরে বার করে দেয়। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য সোডিয়াম বিপজ্জনক। তবে ধনে বীজে থাকা কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান সোডিয়ামের মাত্রা বাড়তে দেয় না। তাই উচ্চ রক্তচাপ হলে তরকারিতে দিয়ে হোক কিংবা শরবত বানিয়ে, ধনে খাওয়া জরুরি। আগের দিন রাতে এক কাপ জলে ধনে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছেঁকে নিয়ে এই জল খান। রক্তচাপের মাত্রা কয়েক দিনেই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

বিট আর টোম্যাটোর শরবত

সব্জি হিসাবে দু'টিরই গুণ অনেক। ত্বকের যত্ন নেওয়া থেকে শরীরের দেখাশোনা সবেতেই বিট আর টোম্যাটো সত্যিই উপকারী। রক্তচাপের মাত্রা কমাতেও এই দুইয়ের জুড়ি মেলা ভার। টোম্যাটোতে রয়েছে লাইকোপেন, বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই, যা অত্যন্ত কার্যকর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। তাই টোম্যাটো খেলে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোসলিক দু'ধরনের উচ্চ রক্তচাপ থেকেই দূরে থাকা যায়। একই ভাবে বিটের স্বাস্থ্যগুণ কম নয়। বিটে রয়েছে নাইট্রেটস, যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। রক্ত চলাচলও সচল রাখে।। বিট এবং টোম্যাটো একসঙ্গে রস করে খেতে পারলে সুফল মিলতে বাধ্য।

## কম খরচে খাবারের স্বাদ হবে রেস্তরাঁর মতো

প্রতি দিনের সাধারণ বাঙালি খাবারের তালিকায় ডাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সব্জির সঙ্গে ডালেও টোম্যাটো দেন অনেকে। কিন্তু টোম্যাটোর দাম আকাশছোঁয়া। যে সব রান্না টোম্যাটো ছাড়া করাই যায় না, তার মধ্যে টকদই বা ভিনিগার দিলে কি আর সেই স্বাদ হয়? অবশ্য খাবারের বিষয়ে স্বাদের আগেও ঘ্রাণ গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোনও পদ চেখে দেখার আগে তার ঘ্রাণই অর্ধেক মানুষর মন জিতে নিতে পারে। তাই ডালের গন্ধের সঙ্গে কোনও আপস করা যাবে না। রন্ধন বিশারদেরা বলছেন, টোম্যাটোর স্বাদ না এলেও কিছু উপাদান ব্যবহার করলে ডালে এমন গন্ধ হবে যে টোম্যাটোর অভাব বোঝাই যাবে না। জানেন সেগুলি কী কী?

১) আদা- অনেকেই সেদ্ধ ডালে আদা দিতে চান না। তবে ডাল ফ্রাই বা তড়কা রান্নার সময়ে কিন্তু আদা ব্যবহার করতেই হয়। মশলা কষানোর সময়ে আদা দিলে তার স্বাদ অন্য রকম। কিন্তু ডাল রান্নার একেবারে শেষ পর্যায়ে উপর থেকে আদা ঘষে দিয়ে দিলে স্বাদ, গন্ধে তা টোম্যাটোকে টেক্কা দিতেই পারে।

২) রসুন- রসুনের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। সেই গন্ধের জোরেই অনেক সাধারণ রান্না উতরে যায়। সাধারণ ডাল হোক বা তড়কা, তার মধ্যে যদি টোম্যাটো না দিতে চান, রসুন কুচি দেওয়া যেতেই পারে।

৩) পেঁয়াজ-সেদ্ধ মুসুর ডালে পেঁয়াজ ফোড়ন দেন অনেকেই। তবে অন্য কোনও ডালে শুধু পেঁয়াজের ফোড়ন ভাল লাগে না। সঙ্গে রসুন, আদা বাটা ফোড়ন দিলে তার গন্ধ এবং স্বাদ, দুই-ই আলাদা হয়। সে ক্ষেত্রে টোম্যাটো না দিলেও খুব একটা সমস্যা হয় না। ৪) ধনে পাতা- আবার নিরামিষ ডালে তো পেঁয়াজ, রসুন কিছুই দেওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে ডালের স্বাদ বাড়িয়ে তুলবেন কী ভাবে? সহজ উত্তর হল ধনে পাতা। সেদ্ধ ডালই হোক বা ডাল দিয়ে তৈরি যে কোনও খাবার, স্বাদ বাড়িয়ে তুলতে ধনে পাতাই যথেষ্ট।

৫) গরম মশলা- টোম্যাটোর স্বাদ এনে দিতে না পারলেও ডালে লোভনীয় গন্ধ এনে দিতে পারে গরম মশলা। তবে সেদ্ধ ডালে গরম মশলা না দিলেও ডাল ফ্রাই বা ডাল দিয়ে তড়কা তৈরির একেবারে শেষে সামান্য একটু গরম মশলা, রান্নার স্বাদ-গন্ধই পাল্টে দেয়।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের উদ্যোগে এক গণ ডেপুটেশনের আয়োজন করা হয়।

# ভারতীয় ও আমেরিকার আইন ভঙ্গ করেছেন আদানি : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): ঘুষ-কাণ্ডে নাম জড়ানোর পরেই শিল্পপতি গৌতম আদানিকে গ্রেফতার করার দাবি তুললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বললেন, "আদানিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।" আমেরিকায় গৌতম আদানি-সহ সাত জনের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার ঘুষ এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ ঘিরে শোরগোল শুরু হতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে কংগ্রেস সদর দফতরের সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধী।তিনি বলেছেন, 'এটা এখন বেশ স্পষ্ট এবং আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত যে মিস্টার আদানি ভারতীয় এবং আমেরিকার আইন ভঙ্গ করেছেন। আমেরিকায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমি ভাবছি কীভাবে মিস্টার আদানি এদেশে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেফতার করা হয়েছে, আদানি দৃশ্যত ২০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছে এবং সম্ভবত আরও একাধিক, কিন্তু সে মুক্তভাবে চলছে। প্রধানমন্ত্রী মিস্টার আদানিকে রক্ষা করছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মিস্টার আদানির সঙ্গে দুর্নীতিতে জড়িত।'রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করছি। এই বিষয়টি উত্থাপন করা বিরোধী দলনেতা হিসাবে আমার দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই মানুষটিকে ১০০ শতাংশ রক্ষা করছেন। এই ব্যক্তি দুর্নীতির মাধ্যমে ভারতের সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি বিজেপিকে সমর্থন দেন, এটা প্রতিষ্ঠিত। জেপিসি আমাদের দাবি, কিন্তু আমরা চাই আদানিকে গ্রেফতার করা হোক। কিন্তু আমরা জানি যে তাকে গ্রেফতার করা হবে না, কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী আদানিকে সমর্থন করেন, তিনি তার রক্ষক।'

## প্রসার ভারতীর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম "ওয়েভস"-এর আত্মপ্রকাশ, ১২টিরও বেশি ভাষায় উপলব্ধ

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): দেশের প্রসিদ্ধ পাবলিক ব্রডকাস্টার দূরদর্শন ডিজিটাল স্ট্রিমিং পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ওটিটি (ওভার-দ্য-টপ) প্ল্যাটফর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বুধবার সন্ধ্যায় গোয়ায় ৫৫-তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পাবলিক সম্প্রচারকারী, প্রসার ভারতীর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম "ওয়েভস"-এর সূচনা করেন। এই সময় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব সঞ্জয় জাজু-সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।প্রসার ভারতীর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম "ওয়েভস" বুধবার সন্ধ্যায় ৫৫-তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ, বিনোদন, সিনেমা, টিভি শো এবং গেমস-এর পাশাপাশি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দর্শকরা দেখতে পাবেন। এর আগে গোয়ার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ইনডোর স্টেডিয়ামে তারকা খচিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয়। এটি চলবে এই মাসের ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত। বলিউডি তারকাদের চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স-এর পাশাপাশি রাজ কাপুর এবং মোহাম্মদ রফির মত প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে।অতুলনীয় বিষয়বস্তু এবং সমসাময়িক অনুষ্ঠানের একটি সমৃদ্ধ মিশ্রণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক ডিজিটাল প্রবণতাকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওটিটি-র লক্ষ্য অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করা। রামায়ণ, মহাভারত, শক্তিমান এবং হাম লোগের মতো প্রাণবন্ত সিরিয়ালগুলির একটি লাইব্রেরি-সহ, প্ল্যাটফর্মটি ভারতের অতীতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক এবং মানসিক সংযোগ খুঁজছেন এমন দর্শকদের আকৃষ্ট করবে। উপরন্তু, এটি সংবাদ, তথ্যচিত্র এবং আঞ্চলিক বিষয়বস্তু প্রদান করে, যা অন্তর্ভুক্তি এবং বৈচিত্র্যের প্রতি নিজস্ব প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে। দশকের পুরনো ঐতিহ্য এবং জাতীয় আস্থাকে কাজে লাগিয়ে, দূরদর্শনের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ঐতিহ্যগত টেলিভিশন এবং আধুনিক স্ট্রিমিং-এর মধ্যকার ব্যবধান দূর করে, প্রযুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন যুবসমাজ এবং বয়স্ক প্রজন্মের কাছে একইভাবে পৌঁছয়।"ওয়েভস" হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, মারাঠি, কন্নড়, মালয়ালম, তেলেগু, তামিল, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, অসমীয়া-সহ ১২টিরও বেশি ভাষায় উপলব্ধ। এটি ইনফোটেইনমেন্টের ১০টি স্টাইলে পাওয়া যাবে। এটি চাহিদা অনুযায়ী ভিডিও, ফ্রি-টু-প্লে গেমিং, রেডিও স্ট্রিমিং, লাইভ টিভি স্ট্রিমিং, ৬৫টি লাইভ চ্যানেল, ভিডিও এবং গেমিং বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক ইন-অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন এবং অনলাইন শপিং অফার করবে। ওয়েভস "ফৌজি ২.০", শাহরুখ খানের ১৯৮০-এর দশকের বিখ্যাত সিরিয়াল ফৌজির একটি আধুনিক রূপান্তর, অস্কার বিজয়ী গুনীত মঙ্গা কাপুরের "কিকিং বল", একটি ক্রাইম থ্রিলার "জ্যাকসন হাল্ট" এবং একটি মোবাইলের উপর ভিত্তি করে "জাইয়ে আপ কাহান যায়েঙ্গে" বৈশিষ্ট্যযুক্ত। "ওয়েভস"-এ অযোধ্যা থেকে প্রভু শ্রী রাম লালা আরতি লাইভ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর মতো লাইভ অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আসন্ন ইউএস প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২২ নভেম্বর থেকে ওয়েভসে লাইভ স্ট্রিম করা হবে। ওয়েভস সিডিএসি মাইটি-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে, প্রতিদিনের ভিডিও বার্তা-সহ একটি সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা প্রচারও চালু করবে। সাইবার ক্রাইম কি দুনিয়া (একটি ফ্যান্টাসি সিরিজ) এবং সাইবার অ্যালার্ট (ডিডি নিউজের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি উপস্থাপনা)-এর মতো প্রোগ্রামগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রচারটি প্রসারিত হবে।ওয়েভস-এর অন্যান্য সিনেমা এবং শোগুলির মধ্যে রয়েছে ফ্যান্টাসি অ্যাকশন সুপারহিরো "মাঙ্কি কিং: দ্য হিরো ইজ ব্যাক", জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী ফৌজা, আরমান, বিপুল শাহের থ্রিলার শো ভেদ ভরম, পঙ্কজ কাপুরের ফ্যামিলি ড্রামা থোড়া দূর থোড়া পাস, কৈলাশ খেরের সঙ্গীত। হটমেইলের প্রতিষ্ঠাতা সাবির ভাটিয়ার শোগুলির মধ্যে রয়েছে ভারত কা অমৃত কালাশ, সরপঞ্চ, মহিলা-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান এবং কর্পোরেট সরপঞ্চ, দশমী, এবং করিয়াথি, জানকির মতো সিনেমা। এর সাথে ডগি অ্যাডভেঞ্চার, ছোটা ভীম, তেনালিরাম, আকবর বীরবল এবং কৃষ্ণা জাম্প, ফ্রুট শেফ, রাম দ্য ওয়ারিয়র, ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ টুর্নামেন্টের মতো জনপ্রিয় অ্যানিমেশন প্রোগ্রামগুলিও ওয়েভস-এর অন্তর্ভুক্ত।

## দুদিনের সফরে তেলেঙ্গানায় রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার তেলেঙ্গানায় সফরে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রপতির তেলেঙ্গানা সফরের বিষয়ে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে কোটি দীপোৎসবম-এ উপস্থিত থাকবেন। আর শুক্রবার তিনি হায়দরাবাদেই "লোকমন্থন-২০২৪" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক উৎসব-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন। উল্লেখ্য, "লোকমন্থন" হলো জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন।

## সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ঘুষের প্রস্তাব আদানির! জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): আর্থিক কেলেঙ্কারিতে নাম জুড়ল আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানির। ভারতের সৌর প্রকল্পের জন্য ভারতের সরকারি আধিকারিকদের ২২৩৭ কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আদানির বিরুদ্ধে। গৌতম এবং তাঁর ভাইপো সাগর আদানি, দু'জনের বিরুদ্ধেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আমেরিকার প্রশাসন। আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভারতের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, যা থেকে ২০ বছরের ২০০ কোটি ডলার লাভ করা সম্ভব হত, সেই প্রকল্পের জন্য সরকারি আধিকারিকদের প্রায় ২২৩৭ কোটি ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল আদানি গোষ্ঠী।নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি অফিস থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যাতে জানানো হয়েছে, ভারতের সরকারি আধিকারিকদের মোটা অঙ্কের টাকার ঘুষের প্রস্তাবের পাশাপাশি বিনিয়োগকারী ও ব্যাঙ্কের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। আর যাতে প্রভাবিত হয়ে আদানিদের সংস্থায় বিপুল বিনিয়োগ করেছেন মার্কিন বিনিয়োগকারীরা। গৌতম এবং সাগর আদানি ছাড়াও 'আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেডে'র সিইও বিনীত জৈনও এই মামলায় অভিযুক্ত রয়েছেন।গৌতম আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভারতের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পেতে সরকারি

## বেলডাঙায় এখনও স্তব্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা, যাওয়ার অনুমতি পেলেন না অধীর

মুর্শিদাবাদ, ২১ নভেম্বর (হি. স.): অশান্তি কবলিত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় এখনও বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। উত্তেজনা প্রশমণেই এই সিদ্ধান্ত জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার সেখানে যেতে চেয়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু তা খারিজ করে দিয়েছে প্রশাসন। অর্থাৎ বেলডাঙা যেতে পারলেন না অধীর।এদিকে, কংগ্রেসের তরফে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি এ প্রসঙ্গে এক ভিডিও বার্তায় জানান, এই পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী ? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। অধীরের মতে, উত্তেজনা নিরসনে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে হস্তক্ষেপ নয়তো জরুরি বার্তা প্রেরণ আশু সমস্যা সমাধানের পথ হতে পারে।

## ভাগলপুরে হঠাৎ সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে জেলা শাসক

ভাগলপুর, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ভাগলপুরের সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে হঠাৎই আসেন জেলাশাসক ডঃ নবল কিশোর চৌধুরী। জেলার সদর হাসপাতালের স্বাস্থ্য বিভাগে রোগীদের সঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে কিনা তা তিনি দেখেন। হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ, আধুনিক প্যাথলজি, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র, শিশু টিকাদান কেন্দ্র এবং রোগী ও তাঁদের পরিবারের জন্য তৈরি প্রতীক্ষালয় পরিদর্শন করেন তিনি। এছাড়াও স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন ও রোগীদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা দিতে আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এছাড়াও তিনি হাসপাতালের রোগী এবং তাদের পরিবারের সমস্যার কথাও শোনেন।

## সরকারি কাজে বাধা ! আটক কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়

কল্যাণী, ২১ নভেম্বর (হি.স.): সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়কে আটক করল পুলিশ। কল্যাণীর কাছারিপাড়ায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জমিতে পাঁচিল দেওয়ার কাজ চলছি। সেই কাজে বিগত কয়েকদিন ধরেই বাধা দিচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন, এমনটাই অভিযোগ। অভিযোগ, সেই ব্যক্তিদের না কী মদত দিচ্ছিলেন ওই বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা। গতমঙ্গলবার বিকেলে এই বিষয়টিতে সব পক্ষকে নিয়েই মহকুমা শাসকের দফতরে বৈঠক হয়। অভিযোগ, তারপরও বৃহস্পতিবার কাজে বাধা দেয় তারা। পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু হলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এরপরই বিধায়ক-সহ কয়েকজনকে আটক করে কল্যাণী থানার পুলিশ। তাদের থানায় নিয়ে আসা হয়।

## মৃত্যুবার্ষিকীতে বিজ্ঞানী তথা ভারতরত্ন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনকে শ্রদ্ধা মোহন মাঝির

ভুবনেশ্বর, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : কিংবদন্তি বিজ্ঞানী তথা ভারতরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি।বিজ্ঞানে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামানের বিশ্বব্যাপী প্রশংসনীয় সমস্ত যুগান্তকারী অবদানের কথা তুলে ধরেন মোহন মাঝি। তিনি বলেন, স্যার সি.ভি. রমন ও তাঁর গবেষণা আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে জন্য অনুপ্রেরণা।

## ওডিশা-ছত্তিশগড় সীমানায় এনকাউন্টারে নিহত এক মাওবাদী, আহত জওয়ান বিপদমুক্ত

মালকানগিরি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): ওডিশার মালকানগিরি জেলায় ওডিশা-ছত্তিশগড় সীমানায় এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে এক মাওবাদী। গুলির লড়াইয়ে আহত হন একজন জওয়ান, তিনি এখন বিপদমুক্ত। ওডিশা পুলিশ জানিয়েছে, ওডিশার মালাকানগিরি জেলায় ওডিশা-ছত্তিশগড় সীমানায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে একজন মাওবাদী নিহত হয়েছে।এমভি-৭৯ জিন্দালগুডার কাছে এনকাউন্টার শুরু হয়, ওই এলাকাটি মাওবাদী অধ্যুষিত বলেই পরিচিত। নিরাপত্তা বাহিনীর একজন জওয়ান এনকাউন্টার চলাকালীন আহত হন, তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে গুলির লড়াই চলে। এক মাওবাদী নিহত হয়েছে, বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

## পিছন থেকে গাড়ির ধাক্কা, নিউটাউনে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু প্রৌঢ়ের

কলকাতা, ২১ নভেম্বর (হি.স.): নিউটাউনের আনন্দপল্লি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে গাড়ি ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রৌঢ়কে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।স্থানীয় সূত্রে খবর, চা খেতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। রাস্তায় হেঁটেই যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, তখনই পিছন থেকে একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃতের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

## শীশমহল বিতর্কে কেজরির বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ বিজেপির, তোপ কৈলাশের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): শীশমহল বিতর্কে দিল্লিতে আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন বীরেন্দ্র সচদেবা, মনোজ তিওয়ারি, কৈলাশ গেহলট প্রমুখ।আম আদমি পার্টি ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া কৈলাশ গেহলট বলেছেন, 'আমরা এখানে "শীশ মহল" ইস্যুতে প্রতিবাদ করতে এসেছি। আমি যখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চিঠি লিখেছিলাম, তখন আমি স্পষ্ট লিখেছিলাম যে শীশমহল নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এএপি-র মূল নীতির সঙ্গে আপস করার এটি একটি উদাহরণ।' কৈলাশ আরও বলেছেন, 'আমি মনে করি এবার দিল্লিতে বিজেপি সরকার গঠন করবে। দিল্লিতে কাজ না করায় মানুষ সমস্যায় পড়েছে - নর্দমা উপচে পড়ছে, পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে না, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে দিল্লির জনতা এবার বিজেপিকে জয়ী করবে।"শীশ মহল" বিতর্ক নিয়ে এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনের কাছে বিক্ষোভ করার সময় দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা এবং দলীয় কর্মীরা-সহ কয়েকজন বিজেপি নেতাকে পুলিশ আটক করেছে।

## শপথ নিলেন কে সঞ্জয় মূর্তি, ভারত পেল নতুন নিয়ন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর (হি.স.): নিযুক্ত হয়েছিলেন গত সোমবার, আর বৃহস্পতিবার ভারতের নতুন নিয়ন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) হিসাবে শপথ নিলেন কে সঞ্জয় মূর্তি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ১৯৮৯ ব্যাচের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আইএএস) অফিসার কে সঞ্জয় মূর্তিকে ভারতের নতুন নিয়ন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করান। গিরিশ চন্দ্র মুর্মুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কে সঞ্জয় মূর্তি। গিরিশ চন্দ্র মুর্মু ২০২০ সালের আগস্টে ক্যাগ নিযুক্ত হন। ক্যাগ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রাক্কালে উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন কে সঞ্জয় মূর্তি। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

## বিশেষ সম্মানে ভূষিত মঈন আলী, এখন তিনি 'ডক্টর'

লন্ডন, ২১ নভেম্বর (হি.স.): ক্রিকেট মাঠের তুখোড় অলরাউন্ডার তিনি। মাঠেও বাইরে থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনেও সমান গোছালো ইংলিশ ক্রিকেটার মঈন আলী। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটের অসামান্য অবদান রাখার জন্য এবার সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন মঈন। তাকে এই সম্মান দিয়েছে ইংল্যান্ডের কভেন্টি বিশ্ববিদ্যালয়।ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখার জন্য মঈন আলীকে ইংল্যান্ডের কভেন্টি ক্যাথেড্রালে এক অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। ইংল্যান্ডের এই অলরাউন্ডারকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার কারণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি জানিয়েছে, 'ক্রিকেট খেলায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা মঈন আলীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট অব আর্টসে ভূষিত করেছি। এই সম্মাননা তাকে দিতে পেরে আমরা গর্বিত।' উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে অবসর নিয়েছেন মঈন।

## নেশন্স লিগ : রোমানিয়াকে ৩-০ গোলে বিজয়ী ঘোষণা উয়েফার

নিওঁয়ে, ২১ নভেম্বর (হি.স.): বুখারেস্টে গত শুক্রবার নেশন্স লিগের 'সি' লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল রোমানিয়া ও কসোভো। গোলশূন্য ড্রয়ের পথেই ছিল দুই দলের লড়াই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রোমানিয়ান সমর্থকদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ম্যাচ শেষ না করেই মাঠ ছেড়েছিলেন কসোভোর ফুটবলাররা।কসোভোর ফুটবলাররা মাঠ ছাড়ায় জন্য বুধবার রোমানিয়াকে ৩-০ গোলে জয়ী ঘোষণা করেছে উয়েফা।

## কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অবহেলিত কেরল : পিনারাই বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ২১ নভেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বৃহস্পতিবার বিজয়ন অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অবহেলিত কেরল। তিনি বলেছেন, 'কেরলের চাহিদা কার্যকরভাবে সংসদে উপস্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, কেন্দ্র থেকে অবহেলার সম্মুখীন হচ্ছে কেরল। ঋণ গ্রহণের সীমা মারাত্মকভাবে কাটা হয়েছে, যা রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। মুন্ডক্কাই এবং চুরমালা বিপর্যয়গুলি ছিল দেশের সবচেয়ে খারাপ দুর্যোগগুলির মধ্যে একটি।'কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন আরও বলেছেন, 'কেন্দ্রের কাছে আমাদের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে জানানো সত্ত্বেও, আমরা যে বিশেষ আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ করেছি তা আমরা পাইনি। আমরা তাৎক্ষণিক এবং প্রত্যাশিত উভয় খরচ বিবেচনা করে ১,২২২ কোটি টাকার সহায়তা চেয়েছি। তবে কেন্দ্রের তরফ থেকে কোনও সদর্থক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এসডিআরএফ (স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড) বিশেষ সাহায্য নয় - এটি একটি নিয়মিত বরাদ্দ।'

## ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, বাস উল্টে মৃত্যু ৬ জনের

হাজারিবাগ, ২১ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে যাত্রীবোঝাই বাস উল্টে প্রাণ হারালেন ৬ জন যাত্রী। কলকাতা থেকে বিহারের পাটনা অভিমুখে যাচ্ছিল বাসটি, বৃহস্পতিবার হাজারিবাগে বাসটি উল্টে যায়। হাজারিবাগের বড়কট্টা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১১ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।বড়কট্টার গোরহর থানা এলাকায় জি টি রোডের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের, পরে আরও ৩ জন প্রাণ হারান। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ কলকাতা থেকে বিহারগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বাসের জানলা ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করেন। পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। কিন্তু, ৬ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

## দিল্লি-দারভাঙ্গা বিশেষ ট্রেন লাইনচ্যুত বিহারে, বিঘ্নিত রেল পরিষেবা

পাটনা, ২১ নভেম্বর (হি.স.): ছটপুজোর পর বিহারে চালানো হচ্ছে বিশেষ ট্রেন। এই সমস্ত ট্রেনে বহু যাত্রী নিজেদের গন্তব্যে ফিরছেন, এমনই একটি বিশেষ ট্রেন বুধবার গভীর রাতে বিহারে লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। বিহারে পশ্চিম চম্পারণে হরিনগর রেল স্টেশনের কাছে বুধবার রাত বারোটা নাগাদ লাইনচ্যুত হয়ে যায় ০৪০৬৮ দিল্লি-দারভাঙ্গা বিশেষ ট্রেন।ট্রেনটির একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়ায় যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে, কেউ হতাহত হননি। রেল সূত্রের খবর, প্রায় চার ঘণ্টা ট্রেনটি হরিনগর রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এআরটি টিম লাইনচ্যুত বগিটিকে ট্রেন থেকে আলাদা করে প্রায় ৩.৪৪ মিনিট নাগাদ সরিয়ে দেয়। এরপর ধীরে ধীরে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

## জম্মুর আট জায়গায় তল্লাশি এনআইএ-র

জম্মু, ২১ নভেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার জম্মুর আটটি জায়গায় অভিযান চালায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ভারতে পাকিস্তানি জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত তদন্তের জন্য এই অভিযান বলে জানা গেছে।
সূত্রের খবর, পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফ-কে সঙ্গে নিয়ে রিয়াসি, ডোডা, উধমপুর, রামবান এবং কিশতওয়ার-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় অনুসন্ধান চালায় এনআইএ—র আধিকারিকরা। জানা যাচ্ছে, অভিযানের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন জঙ্গি অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা, পাশাপাশি আগামিদিনে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা বন্ধ করা। অভিযান এখনও জারি আছে বলে জানা গেছে।

## ইন্দোর সিমবায়োসিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মোহন যাদব

ইন্দোর, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ইন্দোরে আসছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মোহন যাদব। জনসংযোগ আধিকারিক মণীশ গুপ্তা জানিয়েছেন যে, ডাঃ মোহন যাদব ১২.৪৫ মিনিটে ইন্দোরের দেবী অহিল্যাবাই বিমানবন্দররে পৌঁছাবেন এবং সেখান থেকে তিনি ইন্দোরের সিমবায়োসিস ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সের ৬ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। দুপুর ২.১৫ মিনিটে ইন্দোর বিমানবন্দর থেকে উজ্জয়িনীর উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বৃহস্পতিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

# সিপাহীজলায় পুলিশের হাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ি তুলে দিল ট্রাফিক দফতর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** সিপাহীজলা জেলায় ট্রাফিক পুলিশের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ি তুলে দিলো দপ্তর। সিপাইজলা জেলায় ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট আরো উন্নত ও সুনিশ্চিত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ি এলো সিপাহীজলা ট্রাফিক ইউনিটে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএসপি অনুপ কুমার দাস জানান ,এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফলে এখন থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ওভারলোডিং, ওভার স্পিডিং এর চালান কাটা সম্ভব হবে। তাছাড়াও যান দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এ গাড়িটি জেলায় অনেকটাই সুফল দেবে বলে আশা ব্যক্ত করেন ডিএসপি। সিপাহীজলা জেলায় ট্রাফিকদের দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা,ওভার লোডিং, ওভার স্পিডিং নিয়ন্ত্রণ করার মত তেমন কোনো রকম অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সম্পূন্ন গাড়ি পূর্বে ছিলো না। সড়কে ট্রাফিকদের বিভিন্ন কর্তব্য পালন করতে অনেকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো।
তাই রাজ্য পুলিশ দপ্তরের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পূন্ন ট্রাফিক পুলিশকে গাড়িটি দেওয়ায় অনেকটাই উপকৃত হবেন যেমন ট্রাফিক পুলিশ তেমনি জনগণ।

## ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বিজেপি সরকার রক্ষা করেনি। এরই প্রতিবাদে অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিতে গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে এদিন। দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ডিডিটি শ্রমিকদের পুনরবহাল করতে হবে, রাজ্য পুনরায় অসংগঠিত শ্রমিকদের সহায়তা প্রকল্প চালু করতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়মিত করনের দাবিও জানানো হয় এদিনের গণ ডেপুটেশনে।

# তৃণমূলের সংস্কৃতি নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের তোপ, সিবিআই অভিযান নিয়ে বামেদের তির্যক কটাক্ষ

অশোকনগর, ২১ নভেম্বর (হি.স.): তৃণমূলের সাংসদ নির্মল ঘোষের 'ফ্লাইং কিস' বিতর্ক এবং আর জি কর কাণ্ডে বামেদের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে বিজেপির নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযানে অংশ নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি।সুকান্ত মজুমদার তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রসঙ্গে বলেন, তৃণমূলের পরিস্থিতি এখন 'মুষলপর্বের' মতো। তিনি দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পদ ছাড়তে চান না, আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পিসিকে সরিয়ে চেয়ারে বসতে চান। এই অভ্যন্তরীণ সংঘাতকে তিনি 'মোরগ লড়াই' বলে কটাক্ষ করেন।নির্মল ঘোষের বিতর্কিত 'ফ্লাইং কিস' প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এটি তৃণমূলের সংস্কৃতির প্রতিফলন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, আর জি কর কাণ্ডে নির্ভয়ার দেহ দ্রুত পুড়িয়ে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগের সাথে নির্মল ঘোষের নাম জড়িত ছিল। মহিলাদের রাজনীতিতে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন।বামেদের আর জি কর কাণ্ডে সিবিআই অভিযানের প্রসঙ্গে বিজেপি সভাপতি বলেন, বামেরা এখন 'ঝাড়ু বাম'-এ পরিণত হয়েছে। তৃণমূল বিরোধী আন্দোলনে বামদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, বামেরা আন্দোলনে ঢুকে সেটি স্তিমিত করে দেয়। আর জি করের অরাজনৈতিক আন্দোলনে রাজনীতি ঢুকে পড়ার ফলেই তা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে বলে তিনি দাবি করেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# খোয়াইয়ে রক্তদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** খোয়াইয়ে শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।
খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এদিন এই রক্তদান শিবিরে ৩৫ জন রক্ত দাতা রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক দীনেশ দেববর্মা, চিকিৎসক মনোজিৎ দেবনাথ থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। উল্লেখ্য , জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয় হওয়ার পর এই প্রথম রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে শিক্ষক সহ অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

# করিমগঞ্জ জেলার নতুন নামকরণে বেজায় খুশি লোয়াইরপোয়া বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** করিমগঞ্জ জেলার নতুন নামকরণে বেজায় খুশি লোয়াইরপোয়া বিজেপি। আসামের করিমগঞ্জ জেলার নতুন নাম শ্রীভূমি জেলা করায় জেলার বিভিন্ন মহলে বাঁধভাঙা উচ্ছাস বিরাজ করছে।এতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি বাড়তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় বলে অনেকের অভিমত।
এমন খুশিতে বুধবার পাথারকান্দি বিধানসভার লোয়াইরপোয়া বিজেপি ব্লক মণ্ডলে এক সভার আয়োজন হয়।এতে উপস্থিত দলীয় পদাধিকারীরা প্রথমে এই ঘোষণাকে ঐতিহাসিক বলে নিজেদের খুশি জাহির করেন।এ ব্যাপারে তিনি পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।পরে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা বাজি পটাকা পুড়িয়ে খুশি জাহির করার পাশাপাশি পরস্পরকে মিস্টিমুখও করান।এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ দে অনন্ত নাথ অনিলকুমার তেঁওয়ারিও কিশোর চৌধুরী বিশ্বজিৎ গোয়ালা মধুসূদন লোহার স্বপন দাস প্রমুখ।তারা সবাই করিমগঞ্জ জেলার নতুন নামকরণে রাজ্য সরকার সহ বিধায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

# অল ত্রিপুরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** অল ত্রিপুরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটি রক্তদানসহ নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
অল ত্রিপুরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। ২৭ সদস্যক নতুন কমিটির সভাপতি পদে সুমিত সাহা, সম্পাদক সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ পাল মনোনীত হয়েছেন। নতুন কমিটি ২০২৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। নবগঠিত এই কমিটি ইতি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ২৪ নভেম্বর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়।

## মৎস্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর
মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে রেণু থেকে উন্নত পোনা তৈরী করার জন্য গোমতী, ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরার তিনজন মৎস্য চাষিকে, বেষ্ট হ্যাচারি তৈরী করার জন্য সিপাহীজলা, ঊনকোটি ও খোয়াই জেলার তিনজনকে, সেরা মাছ চাষি ঊনকোটি, দক্ষিণ ও পশ্চিম জেলার তিনজনকে, মাছ চাষে মহিলা স্বউদ্যোগী খোয়াই, ঊনকোটি ও ধলাই জেলার তিনজনকে, সেরা গলদা চিংড়ি মাছ চাষি হিসেবে দক্ষিণ জেলার বাবলু বর্মণকে এবং রঙিন মাছ চাষি হিসেবে ঊনকোটি জেলার তুম্পি নম শূদ্রকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া সেরা জেলা হিসেবে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে গোমতী জেলা, দক্ষিণ জেলা ও উত্তর জেলা। এছাড়াও বেষ্ট মহকুমা হিসেবে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে শান্তির বাজার, উদয়পুর ও অমরপুর। মন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে শংসাপত্র ও মেমেন্টো তুলে দেন। এছাড়া মন্ত্রী সুধাংশু দাস প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় মাছ বিক্রির জন্য বেলাবরের মানিক সরকারের হাতে আইসবক্স সহ একটি অটো গাড়ির চাবি তুলে দেন। এ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ শতাংশ ও সুবিধাভোগী ৪০ শতাংশ অর্থ বহন করেছেন। এজন্য মোট ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

## নতুন জীবন

● প্রথম পাতার পর
পিতা সলমান মিঞা ও পরিবার পরিজনেরা ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসক সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

## আকৃতির অজগর

● প্রথম পাতার পর
পেট্রোল পাম্পের যুবক রাহুল সরকার স্কুটি নিয়ে বাজার থেকে বাড়িতে যাওয়ার সময় দেখতে পায় প্রায় দশ হাত লম্বা একটি অজগর সাপ জাতীয় সড়ক অতিক্রম করে নতুন পেট্রোল পাম্পে প্রবেশ করছে। সঙ্গে সঙ্গে রাহুল তার স্কুটি থামিয়ে অজগর সাপটিকে আটক করে। খবর পেয়ে এক এক করে ছুটে আসে কৌতুহলী জনতা সাপটিকে দেখার জন্য। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে যায় বহু মানুষের। সাপটি মানুষের ভিড় দেখে এদিক ওদিক ছুটার চেষ্টা করে। কিন্তু চতুর্দিকে মানুষ থাকায় সাপটি কোথাও যেতে পারে নি। এলাকার মানুষ খবর দেয় বন দপ্তরকে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং সাপটিকে আটক করে চিড়িয়াখানায় নিয়ে ছেড়ে দেয়।
একের পর এক বড় বড় অজগর সাপ বন ছেড়ে লোকালয়ে ছুটে আসছে। খেয়ে ফেলছে মানুষের গৃহপালিত পশুপাখি হাঁস মোরগ। কয়েকদিন আগেও সন্ধারাতে ছেছুড়িমাই এলাকায় ধরা পড়ে এলাকাবাসীর হাতে মস্ত বড় এক অজগর সাপ। একের পর এক অজগর সাপ ধরা পড়ছে চড়িলামের বিভিন্ন প্রান্তে। আতঙ্কে রয়েছে গ্রামবাসী। কোথা থেকে আসছে এত বড় বড় অজগর সাপ ভেবে পাচ্ছে না গ্রামের মানুষ।

## ঘিরে চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর
ঘটনাস্থলে পৌঁছে পঁচা গলা শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। এদিকে এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তবে বেশ কিছুদিন পর পর তেলিয়ামুড়া শহরে নবজাতক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## মৃত্যু মহিলার

● প্রথম পাতার পর
লিপিবদ্ধ করে ময়না তদন্তের জন্য মৃত মহিলাকে নিয়ে যায় গোমতী জেলা হাসপাতালে। খবর লেখা পর্যন্ত এখনো মৃত মহিলার নাম জানা যায়নি। পুলিশের আনুমানিক ধারণা কোনো ইটভাট্টাতে সে কাজ করত।

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
বিগত বছরগুলিতে পঞ্চায়েত স্তরে বেশ ভালো কাজ হয়েছে। আগামীতে এর চাইতেও আরো ভালো করতে হবে।
কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যের ৫টি পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান শুধু মহিলা দ্বারা পরিচালিত। আর এই বিষয়টি ফটো সহকারে প্রধানমন্ত্রীর গোচরে নিয়েছেন তিনি। কাজ করার সময়ে সততা ও স্বচ্ছতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। বিশেষ করে পঞ্চায়েত স্তরে। এবারও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে আমাদের সরকার গঠিত হয়েছে। স্বচ্ছতা না থাকলে শুধু পেশীর জোর কিংবা অর্থবল দিয়ে বেশিদিন থাকা যায় না। স্বচ্ছতা থাকলে এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহার ভালো থাকলে বারবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে আমাদের জয় আসবে ও মানুষ বিশ্বাস করবে। আর এই কাজটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। আগামীদিনে উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা করলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আগামীদিনে স্টেট পঞ্চায়েত রাজ রিসোর্স সেন্টার হিসেবে কাজ করবে।
এদিন কর্মশালায় বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, উনকোটি জিলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ধলাই জিলা সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, খোয়াই জিলা সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় দত্ত, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ রাঠোর, অধিকর্তা প্রসূন দে সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

## গ্রেপ্তার ১

● প্রথম পাতার পর
বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দাবন ত্রিপুরা সমস্যার সমাধানের কথা বলেন কিন্তু তারপরেও রেশন কার্ডের বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন করে যাচ্ছিল ওই যুবকটি।
পরে এক সময় লোকমোহন ত্রিপুরা নামে ওই যুবকটি খাদ্য দপ্তরের ওই আধিকারিকের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং যুবকটি উত্তেজিত হয়ে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দাবন ত্রিপুরার উপর আক্রমণ চালায়। ঘটনার সময় অফিসের অন্যান্য কর্মীরা ওই যুবকটিকে আটক করে ছৈলেংটা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ওই যুবকের আক্রমণের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দাবন ত্রিপুরা আহত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই মহকুমা শাসক অফিসের পক্ষ থেকে উনাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় রক্তাক্ত বৃন্দাবন ত্রিপুরার মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এভাবে মহাকুমা শাসক কার্যালয়ে ঢুকে একজন সরকারি আধিকারিকের উপর আক্রমণের ঘটনায় সকলেই হতবাক। যতদূর জানা গেছে এই ঘটনায় মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে ছৈলেংটা থানায় লিখিত আকারে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এই ধরনের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

## পাইতুর বাজারে

● প্রথম পাতার পর
নেয় ।তখন দীঘির পাড়ে আর কে আইর মাঠের উওরে কয়েক টি বটবৃক্ষ ছিল। সেগুলো কাঁটার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তখন কংগ্রেস দলের বাঁধার ফলে প্রশাসন পিছু হটে।
এদিকে বিধায়ক বীরজিত সিনহা এই প্রসঙ্গ বলেন যে পাইতোরবাজারের বটবৃক্ষ রাস্তা এক পাশে রয়েছে।গাছটি রাস্তার কাজে কোন অসুবিধা করছে না। তিনি বলেন গাছটি আমার জম্ম ও আগে র।তাই গাছটি কেটে ফেলতে বিধায়কের ও বাধা আছে। তাছাড়া তিনি বলেন এস ডি এম গাছ কাটতে আদেশ দিতে পারেন না। গাছের মালিক বন বিভাগ। যদিও রাস্তা টি হচ্ছে জাতীয় সড়ক। তাছাড়া প্রসাশন বিধায়কের সাথে গাছের বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নি।

## ভূষিত মোদী

● প্রথম পাতার পর
১৪০ কোটি ভারতীয়। তাঁদের চেষ্টা, তাঁদের ঐতিহ্য এই সম্মান এনে দিয়েছে। আমরা দু''টি দেশ, তবে আমাদের লক্ষ্য এক। আমরা নারীশক্তির উন্নতিতে একসঙ্গে কাজ করে চলেছি। কোভিড-১৯ এর মতো দুঃসময়ে ডমিনিকার পাশে থাকতে পেরে সত্যিই ভাল লাগছে। এই সাহায্যের হাত বাড়াতে পেরে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে।'প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯ এর সময় ডমিনিকার পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত। সেই সময় ডমিনিকাকে ওষুধ এবং ভ্যাকসিন দিয়ে সাহায্য করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ডমিনিকাকে ৭০,০০০ ডোজ অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল ভারতের তরফে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত রাতে গায়ানায় দ্বিতীয় ভারত-ক্যারিকম শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ডোমিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী রুজভেল্ট স্কেরিট-এর সঙ্গেও দেখা করেন। উভয় নেতা জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, স্বাস্থ্যসেবা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক গভীর করার মতো ক্ষেত্রে ভারত-ডমিনিকা সহযোগিতার সুযোগগুলি অন্বেষণ করেন। তারা রাষ্ট্রসংঘের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা করেন।

## পুলিশকর্মীর স্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর
করেছেন তিনি। পুলিশ কর্মীর স্ত্রী তথা এক সন্তানের জননীর পরপর দুইবার এইরূপ চরম পদক্ষেপ গ্রহণ নিয়ে হাসপাতালে কর্মরত অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছে। মেডিসিন বিভাগের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক জানান, ওই মহিলার শরীরে অভ্যন্তরীণ কোনো চোট পাওয়া যায়নি। বর্তমানে তিনি কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন।
তিনি আরো বলেন, মহিলার পরিবারের সদস্যদের বা তার স্বামীকে এইরূপ আচরণের কারও সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে এই রোগীর কোনো মানসিক অস্থিরতার সমস্যা থাকতে পারে ধারণা করছেন চিকিৎসকরা।রোগীর স্বামী জানান, সকালেও তাঁর স্ত্রী হাসি খুশি সবার সাথে কথা বলছিলেন।
কিন্তু হঠাৎ করে ঝাঁপ দিতে গেলে তিনি স্ত্রীকে ধরে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকে ধাক্কা মেরে সেই মহিলা নিচে ঝাঁপ দেয় বলে জানান তিনি।

## সিপিএম'র র‍্যালি

● প্রথম পাতার পর
সদর মহকুমার ২৪ তম মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করতে এদিনের র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় সিপিআইএম এর মূল লক্ষ্য।
তিনি আরো বলেন, বিজেপি, আইপিএফটি এবং মথার সরকার রাজ্যের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে রাজ্যে বেকারত্বের যন্ত্রণা কমবে, জিনিসপত্রের দাম কমবে, বিদ্যুৎ মাসুল কমানো হবে। কিন্তু তার কিছুই হচ্ছে না। তাই রাজ্যের জনগণ এগুলির বিরুদ্ধে মাঠে নেমে প্রতিবাদ জানাবেন সেটাই কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য। এদিনের এই র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় মহকুমা দপ্তরের সামনে এসে সমাপ্ত হয়।

## স্মোক হাউজ

● প্রথম পাতার পর
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে অম্পিনগর পশ্চিম পাড়ায় টিআরপিসির স্মোক হাউসে আচমকাই আগুন লেগে যায়। এলাকাবাসীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এলাকাবাসীদের প্রাথমিক ধারণা, নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে স্মোক হাউসটি।

# কো-ডিস্ট্রিক্ট গঠনে জনতার দুয়ারে এসে গেছে প্রশাসন, বলেছেন দিশপুরের কো-ডিসি মনজিত বরকাকতি

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে কো-ডিস্ট্রিক্ট (সম-জেলা) গঠনের ফলে জনসাধারণের একবারে কাছাকাছি, দুয়ারে এসে গেছে প্রশাসন। যার দরন যে কোনও সমস্যার স্পট সলিউশন হয়ে যাচ্ছে। বলেছেন নবগঠিত দিশপুর কো-ডিস্ট্রিক্টের কমিশনার মনজিত বরকাকতি।
আজ বৃহস্পতিবার বশিষ্ঠ এলাকায় কো-ডিস্ট্রিক্ট কার্যালয়ে বসে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথা বলছিলেন কো-ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার মনজিত বরকাকতি। তিনি বলেন, সম-জেলা গঠনের মাত্র এক মাস হয়েছে। এর মধ্যে জমি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে ৭৫ শতাংশ। বলেন, এক মাস আগে, সম-জেলা গঠনের আগে এনওসি সংক্রান্ত ৩১৪টি মামলা বিচারাধীন ছিল। কন্তু ৩০ দিনের মধ্যে এখন বিচারাধীন মামলা মাত্র ৮৪টি।
কো-ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার (সিডিসি) বলেন, আগে সার্কল অফিস থেকে কাগজপত্র জেলাশাসকের কার্যালয়ে পাঠানো হতো। জেলাশাসকের দফতরে এই কাজের জন্য নিয়োজিত অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিসি) গুয়াহাটির পাঁচটি সার্কল অফিসের কাজ দেখাশোনা করতেন। অতিরিক্ত কাজের চাপে মানুষকে নানা সমস্যায় পড়তে হতো, আজ সে সব সমস্যা চুকে গেছে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় একটি করে সম-জেলা গঠন হওয়ায় কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বিশাল কাজের চাপে মানুষ সহজে জেলাশাসকের সাক্ষাৎ পেতে পারতেন না। কিন্তু আজ মানুষ এখানে এসে সহজেই সম-জেলাশাসকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হচ্ছেন। ফলে তাঁদের কাজও দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে।
সিডিসি বরকাকতি জানান, জেলার সব কাজ একই জেলা কার্যালয়ে হচ্ছে। সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেমের অধীনে এই অফিসে সব কাজ সম্পন্ন করা হয়। ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত হওয়ায় কাজ করা সহজ হয়েছে। এক জিজ্ঞাসার জবাবে কো-ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার বরকাকতি বলেন, কো-ডিস্ট্রিক্ট গঠনের ফলে অফিসে মধ্যস্বত্বভোগীদের হস্তক্ষেপ নিশ্চিতভাবে শেষ হয়েছে। তিনি দালালদের কাছে না যেতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কোনও কাজে কারও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।
তিনি জানান, প্রতিদিনই কার্যালয়ে নজরদারি করছেন। একই সঙ্গে সপ্তাহের প্রতি সোমবার সার্কল অফিসারের সঙ্গে লাট মণ্ডলদের নিয়ে পর্য্যালোচনা সভা করা হয়। অফিসে লাট মণ্ডলদের কাজ করার টার্গেট দেওয়া হয়, বলেন তিনি। এজন্যই আজ পর্যন্ত লাট মণ্ডলের কাছে মাত্র ২১টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।
আরেক প্রশ্নের জবাবে কো-ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার বলেন, জেলা পর্যায়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ জন্যই এবার দুর্গাপূজা, ছটপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করছে, যাতে সাধারণ মানুষকে সর্বোচ্চ পরিষেবা প্রদান করা যায়। মনজিত বরকাকতি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসার লক্ষ্যে রাজ্যে সম-জেলাগুলি গঠন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে যাতে হতাশ হতে না হয়, সে ব্যাপারে তিনি পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। বলেন, এতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা খুবই জরুরি। সাক্ষাৎকারে কো-ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার মনজিত বরকাকতি হিন্দুস্থান সমাচার-এর আরও বহু প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিয়েছেন।

# এক টাকায় শিক্ষা: আসানসোলে অগ্নিমিত্রা পালের অভিনব উদ্যোগ

আসানসোল, ২১ নভেম্বর(হি.স.): বর্তমান বাজারে এক টাকার কোনো বিশেষ মূল্য না থাকলেও এক টাকায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করলেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তার উদ্যোগে তালকুড়ি এবং কালাঝরিয়া গ্রামে চালু হয়েছে "এক টাকার পাঠশালা।" এই পাঠশালার বিশেষত্ব হলো, এক টাকার বিনিময়ে এখানে শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের শিক্ষিত করা হবে। তালকুড়ি এবং কালাঝরিয়া গ্রামে এই পাঠশালার মাধ্যমে ৫০ জন পড়ুয়া বর্তমানে উপকৃত হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার অগ্নিমিত্রা পাল জানান, অনেক শিশু স্কুলে পড়াশোনা করলেও আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তাদের অভিভাবকরা বাড়তি টিউশনের ব্যবস্থা করতে পারেন না। এই সমস্যার সমাধান করতেই এই উদ্যোগ। তিনি আরও জানান, 'শিশুদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদেরও এখানে পড়ানো হবে, যাতে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হয়।'গ্রামের বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, এই পাঠশালা গ্রামীণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।বর্তমানে তালকুড়ি এবং কালাঝরিয়া গ্রামে শুরু হওয়া এই প্রকল্প কতটা সফল হয় এবং ভবিষ্যতে আরও কতজন পড়ুয়া এতে অংশ নেয়, সেদিকেই এখন নজর সবার।

# সনাতনী সংস্কৃতি-সুরক্ষিত অসম আগামী ২৪-শে গুয়াহাটিতে পাঁচ সহস্রাধিক বজরঙ্গি নেবেন শপথ

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ২৪ নভেম্বর বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ্গ দলের পাঁচ সহস্রাধিক কার্যকর্তা গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে সনাতনী সংস্কৃতি, সুরক্ষিত অসম গড়তে শপথ নেবেন।
বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ্গ দলের উত্তরপূর্ব প্রান্তের উদ্যোগে এদিন গুয়াহাটির ভরলুমুখে সোনারাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে বীর লাচিত বড়ফুকনের জন্মজয়ন্তী। ওই অনুষ্ঠানে ৫, ০০০-এর বেশি বজরঙ্গি এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা অসমের ভাষা, সংস্কৃতি, স্বভিমান এবং জাতি-ধর্ম রক্ষার শপত গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে বজরঙ্গ দলে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর নীরজ ডনেরিয়া এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি ক্ষেত্রের সম্পাদক কুমুদ বরঠাকুর উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে ত্রিশূল দীক্ষা কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু এই কার্যসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বজরঙ্গ দলের উত্তরপূর্ব প্রান্তের এক প্রেস বিবৃতিতে রবিবারের অনুষ্ঠানে সকল সনাতনী জনসাধারণের উপস্থিতি এবং সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

## রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর
ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের আইজল সার্কেলের সহকারি তত্ত্বাবধায়ক ড. সালাম শ্যাম সিং রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। দক্ষিণ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর রাজ্যপাল পিলাকের হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনের সময় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের আইজল সার্কেলের সহকারি তত্ত্বাবধায়ক ড. সিং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে রাজ্যপালকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু এরপর পিলাক মিউজিয়ামটিও পরিদর্শন করেন। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

## আটক

● প্রথম পাতার পর
নেশা কারবারি। এদিন এক অভিযানে লক্ষী নারায়ণ বাড়ি রোড সংলগ্ন পার্ক থেকে চারজন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা ওই এলাকায় নেশার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন যুক্ত রয়েছে। পুলিশি তদন্তে তাদেরকেও গ্রেফতার করা হবে। বর্তমানে তারা পলাতক রয়েছে। আটককৃত চার নেশা কারবারিরা হল, দীপিকা দেবনাথ, জলিল মিয়া, প্রীতম দাস এবং আকাশ দেববর্মা। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু হেরোইনের কৌটা, হেরোইনের প্যাকেট, সহ নগদ ৭৫০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

# খেলাধুলা

## রাজ্যভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা এবার রানীরবাজারে ২১-২৩ ডিসেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা রানীরবাজারে ২১-২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। নতুন কমিটি গঠিত হওয়ার পর এই প্রথম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় রানীরবাজার প্লে সেন্টার মাঠে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য মন্ত্রী তথা রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার সভাপতি সুশান্ত চৌধুরীর পৌরাহিত্যে বিভিন্ন জেলার কার্য্যকরী সদস্য ও প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগ দেন। সভায় আলোচ্য বিষয় সূচি বিস্তারিত আলোচনা করেন সভাপতি সুশান্ত চৌধুরী ও সংস্থার নবনিযুক্ত সচিব অপু রায়। বৈঠকে সকলের উপস্থিতিতে সর্ব সম্মতিক্রমে স্থির হয় আগামী ২১-২৩ ডিসেম্বর রানীর বাজার বিদ্যমন্দির মাঠে আলো জ্বালিয়ে দিবারাত্রিতে এবারকার ৫৪তম রাজ্য ভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা করার উদ্যোগ নিয়েছে যৌথভাবে ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স সংস্থা এবং রানীর বাজার প্লে সেন্টার। বিগত বছরের তুলনায় সম্পুর্ন জমকালো ও জাকজমকপূর্ন ভাবে ৫৪তম রাজ্য ভিত্তিক আসর করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। রাজ্য আসরের আগে জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন করার জন্যে খাদ্য মন্ত্রী তথা রাজ্য সংস্থার সভাপতি প্রতি জেলাকে ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ রাশি দশ হাজার টাকা করে ৮ জেলাকে আশি হাজার টাকা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। রাজ্য আসর আরও বেশী জাকজমক করার জন্য এক লক্ষ টাকা দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। ২১শে ডিসেম্বর সকালে সব জেলার খেলোয়াড়রা রিপোর্টিংয়ের পর দুপুর থেকেই বেশ কিছু ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হবে। ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড ইভেন্টের সাথে এবারকার আসরে দীর্ঘদিন বিলুপ্ত হওয়া পোল ভল্ট ইভেন্ট করার ব্যবস্থা করা হবে। এই আসরে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আলোচনা করেন সংস্থার উপদেষ্টা ও রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, সংস্থার সহ-সভাপতি তপন ভট্টাচার্য্য ও কোষাধ্যক্ষ রাজেশ মজুমদার। আগামী ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে সব জেলার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। যদিও পশ্চিম জেলার আসর ৫-৬ ডিসেম্বর অরুন্ধতীনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সব শেষে রাজ্য সংস্থার সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সংস্থার সচিব এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

## কুচবিহার ট্রফি : সিকিমকেও ইনিংসে হারিয়ে বোনাস পয়েন্ট পেলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় ত্রিপুরার। তাও ইনিংস সহ ৬১ রানের বড় ব্যবধানে। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়েছে ত্রিপুরা দল। সিকিমের বিরুদ্ধে। কুচবিহার ট্রফি অনূর্ধ ১৯ পুরুষদের চার দিবসীয় ম্যাচে। গ্যাংটকের রংপুতে সিকিম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের গ্রাউন্ডে বুধবার ম্যাচের প্রথম দিনেই আঁচ করা গেছিল যে, ত্রিপুরা দল সিকিমের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সাফল্য করবে। মূলতঃ তাই হয়েছে। সিকিমের প্রথম ইনিংসের ১২৯ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম দিনের খেলা শেষে ৫৩ রানে পিছিয়ে থাকলেও প্রত্যাশার বাতাবরণ তৈরি করেছিল। হাতে উইকেট ছিল আরও চারটি। আজ, বৃহস্পতিবার খেলার দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরা দল আরও ৫৬.৩ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান যোগ করে ২৩১ রানে ইনিংস শেষ করে। সফরকারী ত্রিপুরা ১০২ রানে লিড পায়। সিকিম দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা খেলতে নেমে মাত্র ৪১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরার তনয় মন্ডল ও শুভজিৎ দাস এর বিধ্বংসী বোলিংয়ে সিকিমে ধ্বস নামে। তনয় একা পাঁচটি উইকেট তুলে নেই মাত্র সাত রানের বিনিময়ে। শুভজিৎ পায় ৪টি উইকেট ১২ রানের বিনিময়ে। অর্কজিৎ রায় পেয়েছে একটি উইকেট। ত্রিপুরা ইনিংস সহ ৬১ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পায়। এদিকে, গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় অরুণাচল প্রদেশের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৩২৭ রানের জবাবে পন্ডিচেরি দিনের শেষে এক উইকেটে ২০৭ রান সংগ্রহ করেছে। মিজোরামের বিরুদ্ধে মনিপুর প্রথম ইনিংসে নয় রানে লিড নিয়ে খেলছে।

## আলবিদা নাদাল, কান্না ছাপিয়ে অমলিন থাকবে লাল সুরকির মাঠে ঝাঁকড়া চুলের যুবকের হাসি

লম্বা চুল, ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরনে লাল শার্ট। পেশিবহুল হাত থেকে চুঁইয়ে পড়ছে আত্মবিশ্বাস। মাথায় ব্যান্ড বাঁধা। প্রথম দৃষ্টিতে নজর টানবে তাঁর উদ্ধত চলন। অন্তত রজার ফেডেরারের স্নিগ্ধ, সুন্দর ব্যক্তিত্বের পাশে একেবারেই বেমানান। যেন টেনিসের 'ব্যাড বয়'। দুজনের খেলাতেও আকাশ-পাতাল তফাৎ। ফেডেরারের ব্যাকহ্যান্ডে চোখে পড়বে আটপৌরে দৃঢ়তা। অন্যদিকে স্পেনের এই যুবক যেন পেশিশক্তির আস্ফালন। ফিটনেসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

তার পর কেটে গিয়েছে দুই যুগ। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। কাঁধ ছুঁয়ে নেমে আসা সেই চুল ফিকে হয়েছে। ফিটনেসে থাবা বসিয়েছে বয়স। বিদায়বেলায় নিজেও জানিয়ে গেলেন, আরও খেলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শরীর সঙ্গ দিল না। প্রিয়, রাফায়েল নাদাল। এটাই তো ক্রীড়াজগতের ভবিতব্য। পেশি শিথিল হবে, নিঁখুত শটের বলও পড়বে লাইনের ঠিক ওধারে। জানিয়ে দেবে, আপনার সীমারেখা কতদূর। তেজ কমার সঙ্গে গ্রাস করবে অফ ফর্মের সন্ধে। সমালোচনা হবে, কেউ কেউ ছুঁড়ে ফেলতে চাইবে বাতিলের খাতায়। তার পর একদিন জানিয়ে দেবেন, আজই শেষ। সেদিন থেকে ফের উড়বে জয়ধ্বজা।

হয়তো এতটা দুর্দিন দেখতে হয়নি নাদালকে। সেটা কিছুটা টেনিসের মতো একক খেলা বলে কিছুটা মুক্তি। আবার সেটাই ফিরে আসে বুমেরাং হয়ে। সাফল্য যেমন একার, ব্যর্থতাও। কামব্যাকের লড়াইটা নিজেকেই করতে হয়। পিচের উলটো দিক থেকে পার্টনার রানের জন্য ডাকবে না কিংবা গোলের জন্য কেউ সহজ পাস বাড়িয়ে দেবে না। তার পরও তো নাদালের ২৩ বছরের কেরিয়ারের পাশে ২২টা গ্র্যান্ড স্ল্যাম। ফোর হ্যান্ডের বিখ্যাত 'ব্যানানা শট'-এ নাস্তানাবুদ করতেন প্রতিপক্ষকে। গল্পের শুরুটা ধরা যেতে পারে ২০০২ সালে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে জিতেছিলেন পেশাদার কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচ। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন উইম্বলডনের সেমিফাইনালে। তার পর আর থামায় কে? ২০০৫-এ শুরু হল লাল সুরকির মাটিতে রাজত্ব। প্রথমবার জিতলেন ফরাসি ওপেন। সেখান থেকে ঝুলিতে ঢুকল আরও ১৩টা ফ্রেঞ্চ ওপেন। কোনও একটি বিশেষ ওপেনে এত সাফল্য আর কোনও টেনিস তারকার নেই। নাদালের নামই হয়ে গেল রোলা গাঁরোর 'রাজা'। টলমল করে উঠল ফেডেরারের আসন।

দুজনে যখনই মুখোমুখি হয়েছেন, তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জয় পেয়েছেন নাদাল। শেষ পর্যন্ত ২৪-১৬ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তিই। টানা ২০৯ সপ্তাহ রইলেন র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থানে। সেরা দশের তালিকায় রইলেন ৯০০ সপ্তাহের বেশি সপ্তাহ। ফ্রেঞ্চ ওপেন তো বটেই, অস্ট্রেলীয় ওপেন ও উইম্বলডন জিতলেন দুবার। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে সাফল্য এসেছে চারবার। এছাড়া অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন ২০০৮ সালে। রিওতেও সোনা জিতেছিলেন ডবলসে।

তার পর থেকে থাবা বসাতে থাকল চোট। ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা চলল ঠিকই, কিন্তু সেই বিধ্বংসী রাফাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সেটা আরও বাড়ল কোভিডের সময়ে। ইতিমধ্যে নিজেকে দাপটের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন জোকোভিচ। আবার ক্রমে অস্তমিত গিয়েছেন রজার ফেডেরার।

তিন মহারথীর দ্বৈরথকে টেনিসের সর্বকালের সেরা বিনোদন বললে বোধহয় ভুল বলা হয় না। এর মধ্যেই কিন্তু রোলা গাঁরোয় নাদালের রাজত্ব চলেছে। বুঝিয়ে দিয়েছেন, আর যাই হোক না কেন এখানে তাঁর সঙ্গে কোনও লড়াই চলে না।

সেই যাত্রাও ফুরোল। শেষবেলায় সঙ্গী হল হার। নিজের ডেভিস কাপের প্রথম ম্যাচটি হেরেছিলেন। শেষ ম্যাচের একই পরিণতিতে যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। ডেভিস কাপের ম্যাচের আগে রাফাকে উদ্দেশ্য করে 'ফ্যান' ফেডেরার লিখলেন, "তুমি আমাকে প্রচুর ম্যাচে হারিয়েছ। আমিও তোমায় অত হারাতে পারিনি। যেভাবে তুমি আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলেছ, তার আশেপাশে কেউ ছিল না। বিশেষ করে, ক্লে কোর্টে খেলতে নামলে মনে হত, তোমার ডেরায় ঢুকলাম।"

বিদায়ের ক্ষণে চোখে জল নাদালের। ভিডিওবার্তায় শুভেচ্ছা জানালেন জোকোভিচ, সেরেনা উইলিয়ামস থেকে আন্দ্রে ইনিয়েস্তা। কান্না চেপে নাদাল শুধু বললেন, "আমার পদক, সাফল্য, সেসব তো রইলই। শুধু চাই, লোকে আমাকে মায়োরকার এক ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে আসা ভালো মানুষ হিসেবে মনে রাখুন।" টেনিসের 'শত্রু'রা এখন সবাই বন্ধু। ফেডেরার বিদায় নিয়েছেন, অবসরের গ্রহে গেলেন নাদাল। রইলেন বাকি জোকোভিচ। একটা যুগের পরিসমাপ্তি। প্রিয় নাদাল, রোলা গাঁরোর লাল মাঠে দাঁড়ানো লম্বা চুলের এক যুবকের হাসিটা চিরকাল অমলিন থেকে যাবে।

## অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে কর্নাটকে হেরে শুরু ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচেই লজ্জাজনক হার ত্রিপুরার। কর্নাটকের বিরুদ্ধে। ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে। বালিকাদের অনূর্ধ ১৫ এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। সারা দেশ জুড়েই আজ, বৃহস্পতিবার থেকে বালিকাদের বয়স ভিত্তিক এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। দেরাদুনে আয়ুষ ক্রিকেট একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার মেয়েরা প্রথম ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কর্ণাটক দলের বোলারদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ে মাত্র ৬৩ রাণে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ২৬ ওভার খেলে। দলের পক্ষে অভিজ্ঞা বর্ধনের ২৪ রান সর্বাধিক ছিল। এছাড়া, অস্মিতা রায় দশ রান পেয়েছে। অতিরিক্ত রান কুড়ি না পেলে রাজ্য দলের স্কোর অর্ধশত হতো না। কর্নাটকের বোলার লিয়াংকা শেঠী ১৬ রানে তিনটি, প্রতীক্ষা ১২ রানে দুইটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া তনুশ্রী, ন্যাচারা, আসবি প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কর্নাটকের মেয়েরা ১২.৪ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার রোহিনী ৩০ রানে আউট হলেও লিয়াংকা শেঠী ২৬ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। ত্রিপুরার মধুমিতা সরকার একমাত্র উইকেটটি পেয়েছে।

## শেষ ম্যাচে বিহারের সঙ্গে ড্র, সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে বাংলা

ড্র করলেই মূলপর্বের টিকিট। বুধবার সন্তোষ ট্রফিতে নামার আগে এটাই ছিল বাংলার কাছে একমাত্র অঙ্ক। ৯০ মিনিটের লড়াই শেষে ড্র করল সঞ্জয় সেনের ছাত্ররা। বিহারের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে মূলপর্বে পৌঁছে গেল বাংলা। তবে বিহারের বিরুদ্ধে গোল করতে না পারা ভাবাবে বাংলা দলকে। উল্লেখ্য, গতবার বাংলা সন্তোষের মূলপর্বে যেতে পারেনি।

দুই ম্যাচে এগারো গোল। তার উপর একটাও গোল খায়নি বাংলা। চলতি বছরে সন্তোষ ট্রফির শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ছিল বাংলা। যদিও শেষ ম্যাচে বিহারের বিরুদ্ধে নামার আগে বাড়তি সতর্ক ছিলেন সঞ্জয় সেনের ফুটবলাররা। কারণ এদিন বিহার জিতে গেলে চাকু মান্ডিদের সঙ্গে সমান পয়েন্ট হয়ে যেত তাদেরও। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী, দুই দলের পয়েন্ট সমান হলে মুখোমুখি লড়াইয়ের ফলের ভিত্তিতে বিহারের সামনে মূলপর্বে যাওয়ার সুযোগ চলে আসবে। তাই শেষ ম্যাচে নামার আগে বাংলার লক্ষ্য ছিল, টানা তিন ম্যাচ ক্লিনশিট সহ বড় ব্যবধানে জিতে পরের রাউন্ডে যাওয়া।

সেই লক্ষ্য অবশ্য পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি বাংলা। শেষ ম্যাচে বিহারের বিরুদ্ধে জিততে পারেননি রবি হাঁসদারা। পেনাল্টি থেকে গোলের সুযোগ এলেও সেটা হাতছাড়া করে বাংলা শিবির। শেষ পর্যন্ত দুদলই গোল করতে পারেনি। তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়ে মূলপর্বে উঠে গেল বাংলা। উল্লেখ্য, গতবার বাংলা সন্তোষের মূলপর্বে যেতে পারেনি। প্রবল সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু এবার গ্রুপ পর্বের দুটো ম্যাচেই ফুল ফুটিয়েছেন রবি হাঁসদা, মনোতোষ মাঝিরা। মূলপর্বে ওঠার পরে এই বাংলা দলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন ফুটবল প্রেমীরা।

## বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতেই ভাগ্যনির্ধারণ বিরাট-রোহিতের! আগরকরকে বড়সড় দায়িত্বভার দিল বোর্ড

শুধু কোচ গৌতম গম্ভীর নন। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির পারফরম্যান্সে উপর আরও দুজনের ভাগ্য নির্ভর করছে। একজন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অপরজন বিরাট কোহলি! বোর্ড সূত্রের খবর, নির্বাচনপ্রধান অজিত আগরকর বলে দেওয়া দেওয়া হয়েছে, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অস্ট্রেলিয়াতেই থাকতে হবে। কোচ গৌতম গম্ভীরকে সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনে লালবলের ক্রিকেটে রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে।

অজিত আগরকর ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে গিয়েছেন। ভারতীয় দলের অনুশীলনেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবর অনুযায়ী, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ পর্যন্ত নির্বাচকপ্রধান অস্ট্রেলিয়াতেই থাকবেন।

আগরকরকে বলে দেওয়া হয়েছে, গম্ভীরের সঙ্গে বসে লালবলের ক্রিকেটে ভারতের আগামী দিনের রোডম্যাপ কী হবে সেটা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে নিতে। নাম জানাতে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্তা বলছেন, "আগরকর এবং গম্ভীর দুজনেকেই শক্তিশালী ব্যাকআপ তৈরি করতে অন্তত এক-দেড় বছর সময় দিতে হবে। তাছাড়া ভারতীয় দলে পদ্ধতিগত কী কী বদল দরকার সেই নিয়ে ওদের একমত হওয়াটাও দরকার।"

বোর্ড সূত্র বলছে, গম্ভীর এবং আগরকর দুজনেই জানেন নিউজিল্যান্ড সফরের খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। সেটা হওয়াটা স্বাভাবিকও। দুজনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করুক, আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেটে কী কী বদল দরকার। বোর্ডের ওই কর্তাই বলছেন, সিনিয়র ক্রিকেটাররা এখনও ভারতীয় দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এবার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে এবং কঠিন সিদ্ধান্তও নিতে হবে। বোর্ডের ওই কর্তা বলছেন, "এই ক্রিকেটাররা (রোহিত-বিরাট) এখনও দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কিন্তু একটা সময় তো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। তবে যা-ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, সিনিয়রদের সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া হবে।" বোর্ডের ওই কর্তা বলছেন, "ওরা নিজেদের কেরিয়ার নিয়ে কী ভাবছে সেটা ওদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। কারণ নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে। দুবছর বাদেই বিশ্বকাপ।"

## চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ডামাডোলের মধ্যেই আইনি পদক্ষেপের 'হুমকি'! বিরাট চাপে আইসিসি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইনি 'হুমকি' আইসিসিকে! সূত্রের খবর, টুর্নামেন্টের সূচি নিয়ে জলঘোলার মধ্যেই নাকি কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাকে। বলা হয়েছে, যদি সূচি মনোমত না হয় তাহলে আইনি সংঘাতের মধ্যে পড়তে হতে পারে আইসিসিকে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতে আর ১০০ দিনও বাকি নেই। কিন্তু ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আয়োজক দেশ পাকিস্তানে গিয়ে তারা খেলবে না। ভারতের মতে, ক্রিকেট দলের উপর বড়সড় হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা। পাকিস্তানের আমজনতা হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটারদের উষ্ণ আতিথেয়তা জানাবে, কিন্তু পাকভূমে রোহিত শর্মাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কা দলের উপরে হামলার উদাহরণও উল্লেখ করা হয়েছে বিসিসিআইয়ের তরফে।

অন্যদিকে নিজের অবস্থানে অনড় পাকিস্তানও। সেদেশের সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কোনও ম্যাচ পাকিস্তান থেকে সরানো হবে না। হাইব্রিড মডেলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে নারাজ পাকিস্তান। এহেন পরিস্থিতিতে আচমকা জল্পনা ছড়ায়, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করার জন্য পাক বোর্ডের সঙ্গে নাকি লাগাতার আলোচনা করছে আইসিসি। সেই সঙ্গে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দিনক্ষণ এবং সূচিও। চলতি সপ্তাহেই হয়তো সেই সূচি প্রকাশিত হবে। তার পর থেকেই প্রশ্ন ওঠে, শেষ পর্যন্ত পুরো টুর্নামেন্ট কি পাকিস্তানেই হবে? নাকি হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে রাজি হবে পাক বোর্ড? হাইব্রিড মডেলে খেলা হলে পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করবে বলেও জল্পনা ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ক্রিকেট পাকিস্তান নামে এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, টুর্নামেন্টের সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলো আইসিসিকে নাকি 'হুমকি' দিয়েছে। তাদের দাবি, যেভাবেই হোক ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ রাখতেই হবে টুর্নামেন্টে। এই মেগাম্যাচ না হলেই আইসিসির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবে সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলো। সবমিলিয়ে, পাক বোর্ডের অনড় মনোভাবের পাশাপাশি সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলোর 'হুমকি' পেয়ে বেশ চাপে থাকবে আইসিসি।

## রিংয়ে ফেরার ইচ্ছা বিজেন্দ্রর

শনিবার রিংয়ে মাইক টাইসনকে দেখেছে গোটা বিশ্ব। ১৯ বছর পর ফিরেছেন তিনি। ২৭ বছরের জেক পলের কাছে হেরেছেন ৫৮ বছরের টাইসন। এ বার বক্সিংয়ে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী বিজেন্দ্র সিংহ। ফ্লয়েড মেওয়েদারকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ভারতীয় বক্সার। টাইসন-পল ম্যাচের পর সমাজমাধ্যমে বিজেন্দ্র চ্যালেঞ্জ করেছেন মেওয়েদারকে। তিনি বলেন, "মেওয়েদার, চলো ভারতে আমরা একটা লড়াইয়ে নামি।" বিজেন্দ্রর চ্যালেঞ্জের পর মেওয়েদার অবশ্য কোনও জবাব দেননি।

ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে ২০০৬ সালে ব্রোঞ্জ ও ২০১০ সালে সোনা জিতেছেন বিজেন্দ্র। কমনওয়েলথ গেমসে ২০১০ সালে ব্রোঞ্জ এবং ২০০৬ ও ২০১৪ সালে রুপো জিতেছেন তিনি। ২০০৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও জিতেছেন ব্রোঞ্জ। তবে বিজেন্দ্রর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় মুহূর্ত এসেছিল ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিক্সে। সেখানে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি।

২০১৫ সালে পেশাদার বক্সিং শুরু করেন বিজেন্দ্র। প্রথম ১২টি ম্যাচ জেতেন তিনি। ১৩তম ম্যাচ হারলেও আবার পরের ম্যাচটি জেতেন ভারতীয় বক্সার। মোট ১৪টি ম্যাচের মধ্যে ১৩টি জিতেছেন তিনি। তার মধ্যে ন'টি ম্যাচ জিতেছেন প্রতিপক্ষকে নক আউট করে। কেরি হোপকে হারিয়ে ডব্লিউবিও এশিয়া প্যাসিফিক সুপার মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বিজেন্দ্র। ২০২২ সালের ১৭ অগস্ট শেষ বার রিংয়ে নেমেছিলেন তিনি। তার পর রাজনীতির ময়দানে ও বলিউডের ছবিতে দেখা গেলেও আর বক্সিং রিংয়ে দেখা যায়নি বিজেন্দ্রকে।

যাঁকে বিজেন্দ্র চ্যালেঞ্জ করেছেন সেই মেওয়েদার বিশ্বের অন্যতম সেরা বক্সার। পেশাদার বক্সিংয়ে ৫০টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ৫০টিই জিতেছেন। ম্যানি প্যাকিয়াও, কানসেলো আলভারেসের মতো বক্সারদের হারিয়েছেন তিনি। এখন দেখার মেওয়েদার বিজেন্দ্রর চ্যালেঞ্জের কোনও জবাব দেন কি না।

## অকালবৃষ্টিতে বিগড়ে যাবে অজিদের ছক! কেমন হচ্ছে পারথের পিচ? মুখ খুললেন কিউরেটর

বাউন্স, গতি এবং সামান্য সুইং। বিরাটদের অভ্যর্থনা জানাতে একের পর এক ব্রহ্মাস্ত্র সাজিয়ে হাজির হচ্ছে অজিরা। সব ঠিক থাকলে অপ্টাস স্টেডিয়ামের পিচ পারথের অতীত ঐতিহ্য পুরোদস্তুর বজায় রাখবে। বিরাটরা নামার আগেই স্পষ্ট করে দিলেন অপ্টাস স্টেডিয়ামের পিচ কিউরেটর আইজ্যাক ম্যাকডোনাল্ড।

ক্রিকেটের পুরাকালে বলা হত, ওয়াকা স্টেডিয়ামের পার্শবর্তী হাসপাতালে একটা বিশেষ 'বেড' সব সময় রেখে দেওয়া হত বিপক্ষ টিমের প্লেয়ারদের জন্য! মজা করে যার নাম দেওয়া হয়েছিল, লিলি-টমসন 'বেড'! কিন্তু হালফিলে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটমহল বলে, পারথের সেই ভয়াল গতির পিচ আর নেই। মুশকিল হল, সেটা ক্রিকেটমহল বলে। মাঠের কিউরেটর আইজ্যাক ম্যাকডোনাল্ড কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছেন! তাঁর সাফ কথা, পারথের পিচে আগের মতোই বাউন্স থাকবে। পেস থাকবে। এর সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না। তবে বরুণদেবের কৃপায় খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন ব্যাটাররা। গত কয়েক দিন পারথে অকালবৃষ্টিতে পিচের ভয়াবহতা খানিক কমিয়ে দিতে পারে। আসলে শুকনো আবহাওয়ায় পারথ আরও ভয়ংকর। তাতে দিন দুয়েক পর থেকেই সর্পিল ফাটল দেখা যায়। যা পেসারদের আরও বিপজ্জনক করে দেয়। যদিও গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পিচে সেই ফাটল তৈরির সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। অপ্টাস স্টেডিয়ামের কিউরেটর ম্যাকডোনাল্ড বলে দিচ্ছেন, "আমার মনে হয় না এই আবহাওয়ায় পিচ সেভাবে ভাঙবে। হ্যাঁ পিচ খানিকটা খারাপ হবে। ঘাস মাথা তুলে দাঁড়াবে, খানিকটা অনিয়মিত বাউন্স দেখা যাবে। কিন্তু সর্পিল যে ফাটল দেখা যায়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আবহাওয়ার জন্য সেই জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারব না।"

আইজ্যাক ম্যাকডোনাল্ড আক্ষেপ, "আবহাওয়ার জন্য দুটো দিন নষ্ট হল। তাই পারথের চিরাচারিত পিচ হবে না। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমরা দেখেছি। দেখেই আগে থেকে পিচ তৈরি শুরু করেছিলাম। তাই আজ সকালের যা পরিস্থিতি তাতে পিচ খেলার উপযুক্ত।

সে নিয়ে সমস্যা হবে না।" ম্যাকডোনাল্ডের সাফ কথা, বাউন্স-পেস আগের মতোই থাকবে। সেই সঙ্গে পিচে ঘাস থাকবে ৮-১০ মিলিমিটার। তাছাড়া আবহাওয়ার জন্য খেলার দিন সকালে পিচ ভেজা ভাবটা থাকবে। যা ভয়ংকর করতে পারে অপ্টাস স্টেডিয়ামকে। অতএব, ভারতকে স্বাগত জানাতে পারথে যে মেনুকার্ড ম্যাকডোনাল্ড বানিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল বা বিরাট কোহলিরা সেই মেনু বিশেষ পছন্দ না করলেও, বুমরাহ, সিরাজরা ভালোই পছন্দ করবেন।

## দুই ব্রাত্য ব্যাটারের অভাব ভোগাতে পারে ভারতকে

২২ নভেম্বর থেকে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া। তার আগে রোহিত শর্মাদের সতর্ক করলেন প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের মতে, দুই ব্রাত্য ক্রিকেটারের অভাবে ভুগতে পারে ভারত।

২০১৮-১৯ ও ২০২০-২১ সফরে ভারতের জেতার নেপথ্যে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন অজিঙ্ক রাহানে ও চেতেশ্বর পুজারা। দু'টি সিরিজেই ভাল খেলেছিলেন পুজারা। ২০২০-২১ সফরে প্রথম টেস্টের পর বিরাট কোহলি দেশে ফিরলে রাহানে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ভারতীয় দলে তাঁরা ব্রাত্য। দীর্ঘ দিন সুযোগ পান না। ভবিষ্যতে পাওয়ারও কোনও সম্ভাবনা নেই। পুজারা ও রাহানে না থাকায় ভারত সমস্যায় পড়তে পারেন বলে মনে করেন কামিন্স।

# সাংবাদিক সুদীপ ও শান্তনু হত্যাকান্ডে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক ও শান্তনু ভৌমিকের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সংগঠনের রাষ্ট্রীয় সম্পাদক প্রণব সরকার আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে এক চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে, তিনি দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। আজ তাঁদের মৃত্যুবার্ষিকীতে রবীন্দ্র ভবনের সামনে সাংবাদিকদের স্মরণ করেন এবং বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন।

ওই চিঠিতে প্রণব বাবু অভিযোগ করেছেন, ২০১৭ সালে রাজ্যের দুইজন সাংবাদিককে হত্যা করা হলেও দোষীরা আজও সাজা পায়নি। সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হত্যার সাথে জড়িতদের জামিনও হয়ে গেছে। অন্যদিকে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের হত্যার তদন্ত প্রক্রিয়া কার্যত শুরুই হয়নি। সিবিআই এর হাতে তদন্তভার গেলেও তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তুষ্ট ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনে সুদীপ দত্ত ভৌমিকের প্রতিকৃতিকে সামনে রেখে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজিত স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়নের(আইজেইউ) রাষ্ট্রীয় সম্পাদক প্রণব সরকার, বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে, শানিত দেবরায়, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল অলক ঘোষ, কার্যকরী কমিটি সকল সদস্য এবং সিনিয়র সাংবাদিক অরুণনাথ প্রমুখ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইজেইউ"র রাষ্ট্রীয় সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন, দুই সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক এবং সুদীপ দত্ত ভৌমিক হত্যার পর রাজ্যের সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল তৎকালীন দেশের রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে স্মারক লিপি প্রদান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সিবিআই-এর কাছে তদন্ত ভার গেলেও তদন্তের কোনও অগ্রগতি হয়নি। তিনি আরও বলেন, দুইজন সাংবাদিক হত্যার ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়ার দাবিতে আবারো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

# রাষ্ট্র নির্মাণে যুব শক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন: মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** যুব শক্তিই দেশ ও রাজ্যের মূল সম্পদ। তাই যুব সম্প্রদায়কে দেশের অগ্রগতির জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনে যুবদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে যুব বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ৭দিন ব্যাপী হেরিটেজ ফেস্ট এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা - এই ভাবনাকে সামনে রেখে শুরু হল হেরিটেজ ফেস্ট এর। ৭ দিন ব্যাপী এই উৎসব চলবে আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিনিধিগণ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে মিনি ভারত। আমি ৩ বছর ধরে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি। এই উৎসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্য দিয়েই মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধন তৈরি হয়। আমাদের জন্য রাষ্ট্র সবচেয়ে আগে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময়, এমনকি বিদেশে গিয়ে বলেন যুবরাই হচ্ছে আমাদের দেশের অন্যতম সম্পদ। ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ যুবা আমাদের দেশে রয়েছে। যুবদের নিয়ে গর্ব অনুভব করেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের কাছে যুব সমাজ অন্যতম সম্পদ। নেশামুক্ত থেকে শুরু করে প্লাস্টিক মুক্ত ও পরিবেশকে সুস্থ রাখতে এগিয়ে আসতে হবে যুব সমাজকে। এবিষয়টি নিয়ে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, কাজের সূত্রে সাংসদ মহেশ শর্মা আমাদের রাজ্যে বেশ কয়েকবার এসে থেকেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন আপনারা আমাদের চাইতে অন্তত ১০ বছর বেশি বাঁচবেন। কারণ আমাদের দিল্লিতে এত দূষণ, আর এখানে পরিবেশ খুবই ভালো। যে কারণে এখানের মানুষ অনেকদিন বাঁচবেন। আর এটাই উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বকীয় সৌন্দর্য।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন দেশ ততক্ষন উন্নত হবে না যতক্ষন উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নত না হয়। আগে আমরা কখনো ভাবিনি এত সুন্দর রেল পরিষেবা এখানে পাওয়া যাবে। একটা মাত্র জাতীয় সড়ক ছিল আমাদের। আর এখন ৬টি জাতীয় সড়ক হয়েছে। আরো জাতীয় সড়কের জন্য কাজ চলছে। যে কারণে খুবই কম সময়ের মধ্যে এখন রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছানো যায়।

উন্নয়নের জন্য যুব সমাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাদের অবশ্যই অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় ভাগীদার হতে হবে। এই জাতীয় কর্মসূচিগুলি রাজ্যগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিনিময়কে সহজতর করবে। এর পাশাপাশি ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিনিয়োগকারীরাও এখানে আসতে উৎসাহিত বোধ করছেন। আমাদের সরকার অপরাধ এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে জিরো-টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, নয়াদিল্লির বিশ্ব যুব বিকাশ কেন্দ্রের সিইও উদয় শংকর সিং, আয়োজক সংস্থার এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান তপন লোধ, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর বিনোদ গুপ্তা, যুব বিকাশ কেন্দ্রের সভাপতি দেবাশিস মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এই উৎসবে দেশের প্রায় ২৫টি রাজ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে। ৭ দিন ব্যাপী উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিনই মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

# আবারো পুলিশের জালে আটক গাঁজা পাচারকারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর :** গোপন খবরের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে আগরতলায় জিআরপি থানার পুলিশ এবং আর পি এফ পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ১ জন গাঁজা পাচারকারীকে কে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আগরতলা রেল স্টেশন পিট লাইন থেকে বুধবার বিকেলে এক গাঁজা পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। তার নাম রাহুল দাস। বাড়ি আমতলী মহেশখলা এলাকায়। তার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১২.৪০০ কেজি শুকনো গাঁজা। ৬টি পেকেটে করে এক কাঁধে ঝোলানো বেগের মধ্যে রাখা ছিল সেই গাঁজা।

জিআরপি থানার পুলিশ জানায়, ট্রেনে করে বহিরাজ্যে এই গাঁজা পাচার করতে চেয়েছিল রাহুল দাস। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, এই নিয়ে অনেকবার এভাবে সে গাঁজা পাঠিয়েছে। পুলিশ আরো জানায়, আগরতলা রেল স্টেশনের আশেপাশে পাচারকারীদের একটা বড় গ্যাং আছে। তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে সব ধরনের জাল পাতানো হয়েছে।

পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া গাঁজা গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা হবে। আগরতলা জিআরপি থানাতে রাহুল দাসের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আগামীকাল উনাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।জিআরপি থানার পুলিশের একটি টিম জোরালো ভাবে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই মামলাতে আরো অনেকে গ্রেফতার হতে পারে বলে অনুমান করছেন অধিকারিকগণ।

এদিকে, সিপাহীজলা জেলার বিস্তীর্ণ বনদপ্তরের জায়গা বেদখল করে গাঁজা চাষ করছেন চাষীরা। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার নেশা কারবার এবং অপরাধ কার্যকলাপ ক্ষেত্র হিসেবে সিপাহী জেলা অন্যতম শিরোপা অর্জন করেছে। সিপাহীজলা জেলার সিংহভাগ বনাঞ্চলের ধ্বংস করে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্বিচারে বনদপ্তরের এবং রাবার কর্পোরেশনের জায়গা বেদখল করে গাজা চাষের উপযুক্ত জমি তৈরি করে নিয়েছে। ফলে ধ্বংস হচ্ছে বনভূমি, জঙ্গল।

ওই গাঁজা চাষ এবং উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন একাংশ শাসকদলের নেতা নেত্রী এবং প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কিছু অফিসার। মহকুমারের চারটি থানা সোনামুড়া, কলমচৌড়া, যাত্রাপুর, মেলাঘর, ওই সমস্ত এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সবগুলি এলাকাতে শুধু গাঁজার গাঁজা। সমাজকে রক্ষার্থে আমল অফিসার সমাজের বুদ্ধিজীবীরা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে আর তা না হলে চিরতরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে মানব সমাজ।

## বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।।** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম সুজিত ভৌমিক। ঘটনাটি ঘটেছে আজ সকালে সোনামুড়া মহকুমার সোনামুড়া-মেলাঘর রাস্তার ইন্দিরানগর মূল সড়কে।

ঘটনার বিবরনে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন, আজ সকাল প্রায় ৭ঃ১৫ মিনিট নাগাদ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর আসে ইন্দিরা নগর মূল সড়কে এক ব্যক্তি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছেন। তড়িঘড়ি খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা, ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে সুনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। জানা গেছে সুজিত ভৌমিক ওই বাইকে একাই ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টিআর০৭-এ-৫৮১৪ নম্বরের বাইক নিয়ে তিনি রাস্তার পাশে পড়ে যান। তাতেই গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

# হাজারিবাগে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ৭, আহত কমপক্ষে ২৫

**হাজারিবাগ, ২১ নভেম্বর (হি.স.):** ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে যাত্রীবোঝাই বাস উল্টে প্রাণ হারালেন ৭ জন যাত্রী। কলকাতা থেকে বিহারের পাটনা অভিমুখে যাচ্ছিল বাসটি, বৃহস্পতিবার হাজারিবাগে বাসটি উল্টে যায়। হাজারিবাগের বড়কট্টা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ন্যান্সি সহায় বলেন, এটা দুঃখজনক ঘটনা। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে পাঠানো হয়েছে। তিনি অবিলম্বে এই দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উন্নত চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বড়কট্টার গোরহর থানা এলাকায় জি টি রোডের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের, পরে আরও ৪ জন প্রাণ হারান। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ কলকাতা থেকে বিহারগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বাসের জানলা ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করেন। পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। কিন্তু ৭ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

# ২৬শে নভেম্বর রাজ্যেও কর্মসূচি গৃহীত সিআইটিইউ এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার যৌথ উদ্যোগে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** আগামী ২৬ শে নভেম্বরের ঐতিহাসিক দিনকে সামনে রেখে রাজ্যেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সিআইটিইউ এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ত্রিপুরা শাখার যৌথ উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়।

কর্মসূচি সম্পর্কে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, ২৬ শে নভেম্বর ২০২০ সালে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এরই চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী ২৬শে নভেম্বর ২০২৪, গোটা দেশের সাথে রাজ্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে গোটা দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তার লক্ষ্যে 'চেতাবনী জমায়েত' অনুষ্ঠিত হবে। যার মাধ্যমে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। তিন মাসের ভেতর শ্রমিক কৃষকদের অপূর্ণ দাবি গুলি পূরণের লক্ষ্যে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ না করলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন, মূলত শ্রমিক এবং কৃষকদের স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই আন্দোলন সংঘটিত করা হচ্ছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। তার মধ্যেই শ্রমিকদের এবং কৃষকদের বিভিন্ন দাবি পূরণে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, শ্রমিকদের কোণঠাসা করতে ২৯ টি শ্রম আইন বাতিল করে চারটি শ্রমকোড তৈরি করা হয়েছে। তার মাধ্যমে আট ঘন্টা কাজ সহ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি বিঘ্নিত করছে মালিক পক্ষ। তাই ৮ ঘন্টা কাজ, শ্রমিকদের ন্যূনতম ২৬ হাজার টাকা বেতন, এবং ৬০ বছরের পরে ১০ হাজার টাকা পেনশন প্রদানের দাবি জানানো হচ্ছে। এই দাবিগুলি পূরণের লক্ষ্যে দেশের পাশাপাশি রাজ্যব্যাপী সিআইটিইউ এবং সংযুক্ত কিষান মোর্চার যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৬শে নভেম্বর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

# ধর্মনগরে আবার শুরু হচ্ছে দেড় মাসব্যাপী "খেলো ধর্মনগর" প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** আজ ধর্মনগর অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে "খেলো ধর্মনগর" প্রতিযোগিতা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবছর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের মাঠে আবারও এই প্রতিযোগিতা শুরু হতে যাচ্ছে।

ধর্মনগর পৌর পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা ধর্মনগর মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার অমর চান বিশ্বাস, পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী রানী দাস (সেন)সহ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। এছাড়াও, উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ক্লাব ও সংগঠনের কর্মকর্তারা।

২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত "খেলো ধর্মনগর" প্রতিযোগিতা উত্তর ত্রিপুরা সহ গোটা রাজ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছিল। এবছর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের মাঠে আবারও এই প্রতিযোগিতা শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতার পুরস্কারের সমস্ত খরচ বিধায়ক তহবিল থেকে বহন করা হবে।

প্রতিযোগিতায় এবার ছয়টি নতুন ইভেন্ট যুক্ত করা হয়েছে। দাবা প্রতিযোগিতায় গোটা ত্রিপুরা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিতে পারবেন, তবে তাদের নিজস্ব খরচ বহন করতে হবে। শিশুদের জন্য ৫-৭ বছর এবং ৮-১২ বছর বয়সের বিভিন্ন আনন্দময় খেলার আয়োজনও যুক্ত করা হয়েছে।

বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, "নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। আমি চাই, যুবসমাজ নেশার কবল থেকে মুক্তি পাক। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেশার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে হবে।"ধর্মনগরের এই প্রতিযোগিতা শুধু ক্রীড়ার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করবে না, বরং তরুণদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

# বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে আটক ৪ বাংলাদেশী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে ৪ বাংলাদেশীকে আটক করেছে উদয়পুর থানা পুলিশ। উদয়পুর রেল স্টেশন থেকে ভুয়ো আধার কার্ড সহ আটক করা হয়েছে ৪ বাংলাদেশীকে।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনে করে শিয়ালদহ যাওয়ার উদ্দেশ্যে উদয়পুর এসেছিলেন ধৃত ৪ বাংলাদেশী। তাদের মধ্যে ৩ জন মহিলা এবং একজন পুরুষ। মূলত বেঙ্গালুরু যাওয়ার চেষ্টা ছিল তাদের।

পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশ থেকে বিলোনিয়া হয়ে উদয়পুর স্টেশনে এসেছেন তারা। তাদের কাছে ভারতীয় আধার কার্ড থাকলেও সেগুলো ভুয়ো হতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আজ সকাল ৭ টা নাগাদ উদয়পুর রেল স্টেশন থেকে বাংলাদেশী সন্দেহে আটক করা হয় ৪ জনকে। তাদের মধ্যে ৩ জন মহিলার কাছে আধার কার্ড থাকলেও সাথে থাকা পুরুষটির আধার কার্ড ছিল মোবাইলে। আধার কার্ডগুলো ভারতীয় কি না তা যাচাই করার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আপাতত ধৃত চারজনই পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।

এদিকে, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে বিশালগড় থানা পুলিশের হাতে আটক এক বাংলাদেশী যুবক। তার নাম আমিদ মিয়া।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে গোকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় অটো চালক থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সন্দেহ হওয়াতে যুবককে আটক করে। সানীয়রা পরিচয় সহ বিভিন্ন বিষয়ের জানতে চাইলে তার কথার মধ্যে অসংলগ্নতা দেখতে পান। সাথে সাথে তাঁরা বিশালগড় থানায় দিয়েছেন। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বাংলাদেশের যুবক আমিদ মিয়াকে গ্রেপ্তার করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে।

জানা গিয়েছে, সেই কমলাসাগর সীমান্ত এলাকার দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে কমলাসাগর দেবীপুর সীমান্ত এলাকার কিছু দালাল চক্রের হাত ধরে।বাংলাদেশী যুবক আগরতলা সিদ্ধি আশ্রম রেল স্টেশন থেকে রেল করে বহিঃরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে গোকুলনগর রাস্তামাথায় এসে উপস্থিত হয় দালালদের নির্দেশ অনুসারে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ এলাকায় ঘোরাফেরা করাই লোকেদের সন্দেহ হয়। বিশালগড় থানার পুলিশ অবৈধভাবে কমলাসাগর সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে পাসপোর্ট একটা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেন। আগামীকাল অভিযোগ থেকে বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

# খোয়াইয়ে শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ে রক্তদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** খোয়াইয়ে শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এদিন এই রক্তদান শিবিরে ৩৫ জন রক্ত দাতা রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক দীনেশ দেববর্মা, চিকিৎসক মনোজিৎ দেবনাথ থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। উল্লেখ্য , জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয় হওয়ার পর এই প্রথম রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে শিক্ষক সহ অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

# মাছ চাষে ইন্ডিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক গড়ার উদ্যোগ ঃ মৎস্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর:** রাজ্যে মাছ চাষে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা উনকোটি জেলার সতের মিঞার হাওরকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট পাঠানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়ণের জন্য ৪৩ কোটি টাকার মঞ্জুরী দিয়েছে। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে রাজ্যভিত্তিক বিশ্ব মৎস্য দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ মাছ চাষি রয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি, উদ্যানপালন, প্রাণীপালন প্রভৃতি যে প্রাথমিক সেক্টর রয়েছে তার মধ্যে মৎস্য

সেক্টর অন্যতম। স্বল্প সময়ে মাছ চাষে স্বনির্ভর হওয়া যায়। রাজ্যে জিএসডিপি"র ২০ থেকে ২৫ শতাংশ অর্থ কৃষি সহ সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সেক্টর থেকে আসে। এই সেক্টর যত বেশী শক্তিশালী হবে ততই আমাদের দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে।

অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে বছরে ১ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিক টন মাছের চাহিদা রয়েছে। রাজ্যে বছরে ৮৫ হাজার মেট্রিকটন মাছ উৎপাদন হয়। ঘাটতি রয়েছে ৩২ হাজার মেট্রিক টন। অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে মাছ আমাদানি করে আমাদের এই ঘাটতি পূরণ করতে হয়। তাতে আমাদের রাজ্যের অর্থ বাইরে চলে যায়। এই ঘাটতি পূরণে রাজ্যের পরিত্যক্ত জলাশয়গুলিকে চিহ্নিত করে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মৎস্যচাষিদের সহায়তায় মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনা চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মাছ চাষের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আজ এই দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আইসিএআর রিজিওন্যাল সেন্টারের (ত্রিপুরা) প্রিন্সিপাল সাইন্টিস্ট ড. বুরহান ইউ চৌধুরী এবং লেম্বুছড়াস্থিত মৎস্য মহাবিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক এ বি প্যাটেল। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস। অনুষ্ঠানে মৎস্য চাষ বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।